

মুসলমান সে,
যার হাত ও
মুখের দ্বারা
অন্য মুসলমান
নিরাপদ থাকে।
আল-হাদিস-(বুখারি ৬৪৮৪)

সত্য ও মানবতার পক্ষে অবিচল

মাসিক নব জ্যোতি

The Monthly Novo Joti

web: www.novojoti.com

প্রতিটি নারী-পুরুষ
তার কৃত-কর্মের
ফল পাবেন।
আল-কোরআন
(সুরাঃ আল-ইমরান,
আয়াতঃ ১৯৫)

রেজি নং- ০৬/২০২৫, বর্ষ -১, সংখ্যা-০৩, ডিসেম্বর ২০২৫খ্রি., (১৬ কার্তিক-১৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩২বাংলা, ১০জমাদিউল আউয়াল-০৯ জমাদিউস সানি), পৃষ্ঠা-০৮, মূল্য-১০টাকা

"এক জানাজা, এক জনসমুদ্র, এক জাতির জাগরণ"

ওসমান হাদির শেষ বিদায়ে ঢাকায় রচিত হলো প্রতিরোধের মহাকাব্য

বিশেষ প্রতিনিধি :

বাংলাদেশের ইতিহাসে কিছু কিছু মুহূর্ত আসে, যা কেবল সময়কে নয়, মানুষের চেতনাকেও বদলে দেয়। রাজধানী ঢাকায় তরুণ বিপ্লবী শরীফ ওসমান বিন হাদির জানাজা তেমনই এক মুহূর্ত। এটি শুধু একজন মানুষের শেষ বিদায় ছিল না এটি ছিল একটি জাতির আত্মমর্যাদার উচ্চারণ, এক প্রজন্মের নীরব ক্ষোভের বিস্ফোরণ। শনিবার (২০ ডিসেম্বর) দুপুরে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজা পরিণত হয় ইতিহাসের এক বিশাল জনমঞ্চে। লাখে লাখে মানুষের অশ্রুসজল উপস্থিতিতে হাদির জানাজা রূপ নেয় রাষ্ট্রীয় সংহতি ও প্রতিরোধের প্রতীকে। খামারবাড়ি থেকে আসাদ গেট



কয়েক কিলোমিটার জুড়ে মানুষের ঢল থামিয়ে দেয় নগর জীবনের স্বাভাবিক গতি। ঢাকার রাজপথ যেন সেদিন কথা বলছিল নিঃশব্দ অথচ দৃঢ় কণ্ঠে। এক তরুণের শাহাদাত, এক প্রজন্মের দায় বালকাঠির নলছিটি উপজেলার সন্তান ওসমান হাদি ছিলেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাহসী সংগঠক ও ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র। রাজধানীর বিজয় নগরে ১২ ডিসেম্বর শুক্রবার ঘাতকদের গুলিতে আহত হয়ে তিনি সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৮ ডিসেম্বর শাহাদাত বরণ করেন। তার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই দেশজুড়ে নেমে আসে শোক ও ক্ষোভের ঢেউ।

৪র্থ পৃষ্ঠায়.....

নোয়াখালী-৫ আসনে বিএনপি প্রার্থী ফখরুল ইসলামের গণসংযোগে হাজারো জনতার স্বপ্ৰবৃত্ত অংশগ্রহণ



নব জ্যোতি রিপোর্ট ডেস্ক:

নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নোয়াখালী-৫ আসনে(কোম্পানীগঞ্জ-কবিরহাট) বিএনপির দলীয় মনোনয়ন পাওয়ার পর আলহাজ্ব ফখরুল ইসলাম বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) নিজ নির্বাচনী এলাকায় প্রথম গণসংযোগ করেন। ফারহাস্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স ও মেট্রো হোমসের চেয়ারম্যান, এবং নোয়াখালীর বিএনপির অন্যতম

নেতা ফখরুল ইসলাম সকালে ঢাকা থেকে রওনা হয়ে দুপুর ১২টার দিকে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার বসুরহাট বাসস্ট্যাণ্ডে পৌঁছলে হাজার হাজার নেতা কর্মীরা তাকে হোন্ডা শোভাউন করে, মিছিল করে বসুরহাট জিরো পয়েন্টে নিয়ে আসেন। সেখানে মধ্যে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, “আমরা বহুদিন ভোট দিতে পারিনি, এবার আমরা ভোট দেবো-এই ভোট হবে জনগণের পরিবর্তনের ভোট।”

৪র্থ পৃষ্ঠায়.....



'চরপার্বতীতে নির্বাচনী আমেজের উৎসব'

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নোয়াখালী-৫ আসনে অধ্যক্ষ বেলায়েত হোসেনের গণসংযোগ ও নির্বাচনী প্রচারণা

নবজ্যোতি রিপোর্ট ডেস্ক:

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরে নোয়াখালী-৫ (কোম্পানীগঞ্জ-কবিরহাট) আসনজুড়ে শুরু হয়েছে উত্তাপ, উচ্ছ্বাস ও প্রতিযোগিতার নতুন দিগন্ত। নির্বাচনী মাঠে প্রতিদিনই বাড়ছে জনসমাগম, উন্মাদনা ও কর্মীদের সরব

উপস্থিতি। তারই অংশ হিসেবে ২৪শে নভেম্বর সোমবার বিকেলে, চরপার্বতী ইউনিয়নের মেহেরনুনেছা, মেইলঘর, জনতা বাজার ও মৌলভীবাজার এলাকায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী অধ্যক্ষ বেলায়েত হোসেনের

৪র্থ পৃষ্ঠায়.....

হাকিম মাওলানা ইলিয়াস (রাঃ) ইউনানী চিকিৎসার বাতিঘর

আর তাঁর উওরসূরী হাকিম শহিদ উল্লাহর গবেষণা, সেবা, ঐতিহ্যের বৃহৎস্রা

নব জ্যোতি রিপোর্ট ডেস্ক :

মানুষ প্রথমে গাছ চিনেছে, পরে ঔষধ, প্রথমে প্রকৃতিকে পেয়েছে, পরে চিকিৎসাকে, আর এই প্রকৃতি চিকিৎসার মাঝে যে এক সেতুবন্ধন তৈরি হয়েছে যুগের পর যুগ ধরে, তারই নাম ইউনানী চিকিৎসাশাস্ত্র। আড়াই



হাজার বছরের বেশি পুরনো এ শাস্ত্র যখন পৃথিবীর বহু দেশে হারিয়ে যেতে বসেছিল, ঠিক তখন দক্ষিণ এশিয়ায় কিছু আলোকিত মানুষ এটিকে নিজেদের ঐতিহ্য, বিশ্বাস এবং সেবার অস্ত্র হিসেবে ধরে রেখেছেন। এমনই একজন আলোকিত মানুষ

ছিলেন, প্রখ্যাত ইউনানী চিকিৎসা বিজ্ঞানী, আলেম, গবেষক ও সমাজনেতা, রাজনীতিবিদ হাকিম মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস (রহ.)। যাঁর হাত ধরে ১৯৫৩ সালে নোয়াখালীর উপকূলীয় জনপদ কোম্পানীগঞ্জ বসুরহাটে প্রতিষ্ঠিত হয়, “ইউনান ল্যাবরেটরি” যা আজ ৭২ বছরের ঐতিহ্য, গবেষণা, সুনাম ও আস্থার প্রতিষ্ঠান। এ শুধু একটি চিকিৎসা কেন্দ্র নয়, এ এক পরিবারের বংশের ইতিহাস, একটি দর্শন, একটি মিশন, একটি মানব সেবার যাত্রা। হাকিম ইলিয়াস (রহ.) কোনো সাধারণ পরিবারে জন্ম নেননি।

৫ম পৃষ্ঠায়.....

Flat For Sale

EXCLUSIVE AND LUXURY FLAT

- ★ 1150 Square Feet
- ★ 1100 Square Feet
- ★ 1050 Square Feet
- ★ 950 Square Feet

NOAKHALI
BASHURHAT COLLEGE ROAD
COMPANIGONJ, NOAKHALI

+8801764113904
+8801825213501

মম্বাদকীয়



।। স্বাধীনতার ৫৪ বছর পর আমরা কোথায় দাঁড়ালাম।।

১৯৭১ সাল আমাদের জাতির ইতিহাসে এক অনন্য বছর। পৃথিবীর মানচিত্রে নতুন এক স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম, এক সংগ্রামের, এক অবিনশ্বর দেশপ্রেমের মহাকাব্য। সেই দেশপ্রেম ছিল আশুনের লেলিহান শিখায় জ্বালানো কঠিন ইস্পাতের মতো, নির্মল ও নির্ভেজাল। জনগণই তখন ছিল ইতিহাসের নির্মাতা। কৃষকের লাঙল, শ্রমিকের হাতুড়ি, ছাত্রের কলম, নারীর চোখের অশ্রু সব মিলিয়ে তৈরি হয়েছিল স্বাধীনতার বৃহৎ নদী।আজ বিজয়ের মাস ডিসেম্বর আবার আমাদের সামনে দাঁড়ায় আত্মসমালোচনা, পুনরুদ্ধার ও নতুন পথচলার আহ্বান নিয়ে। ৫৪ বছরের স্বাধীনতার পর প্রশ্ন জাগে,সেই ত্যাগ সেই শপথ, সেই দেশপ্রেম আমরা কতটা ধরে রাখতে পেরেছি? রাষ্ট্র হিসেবে আমাদের সাফল্য কত, ব্যর্থতা কোথায়? কেন আমরা এখনো উন্নত বিশ্বের কাতারে দাঁড়াতে পারিনি? বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূল শক্তি ছিল জনগণের দেশপ্রেম। মুক্তিযুদ্ধ কোনো ব্যক্তি, কোনো একদল সৈন্যের,কোনো রাজনৈকিত দল,কোনো গোষ্ঠীর,কোনো ধর্মের যুদ্ধ ছিল না এটি ছিল জনযুদ্ধ। হাটের দোকানি, ক্ষেতের কৃষক, মাদ্রাসার ছাত্র, কলেজের যুবক, শহরের রিকশাচালক সবাই দেশ রক্ষার লড়াইয়ে নেমেছিল। তখন কারো হাতে কোটি টাকা ছিল না,ছিল অহিংস হ্রদয় সাহস,আত্মত্যাগ আর মাতৃভূমির প্রতি গভীর ভালোবাসা। লক্ষ লক্ষ শহীদদের রক্তের ফসল,লক্ষ মা বোনের ইজ্জত হারানোর স্বাধীনতা প্রাপ্তি,লক্ষ মায়ের কান্না, লক্ষ লক্ষ মানুষের আত্ননাদ সব মিলিয়ে স্বাধীনতা হয়েছিল রক্তের বিনিময়ে। আজ স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দীর বেশি সময় পর দাঁড়িয়ে প্রশ্ন হয় সে দেশপ্রেম কি আমাদের প্রজন্মের রক্তে এখনো প্রবাহিত? নাকি আমরা শুধুই জাতির ইতিহাস বইয়ের পাতায় বন্দী করে ফেলেছি চেতনার স্রোতধারা? প্রতি বছর বিজয় দিবসে আমরা পতাকা উড়াই, গান গাই, অনুষ্ঠান করি,সেমিনার করি,মতবিনিময় করি, কিন্তু আত্মসমালোচনা করি কি?বিজয় দিবস শুধু উৎসব নয়, এটি এক জাতীয় জবাবদিহির দিন। আমরা ১৮ কোটি মানুষের স্বপ্নের দেশ কি খুব সং-ভাবে ধারণ করতে পেরেছি? দুর্নীতি কি কমেছে?ন্যায়বিচার কি সবার দোরগোড়ায় পৌঁছেছে? রাজনীতিতে কি সত্য, নীতি ও সততা ফিরে এসেছে? জনগণ কি রাষ্ট্রকে নিজেদের মনে করে? এই প্রশ্নগুলোই আসলে বিজয়ের প্রকৃত মূল্যায়ন। অনেক দেশ আমাদের পরে স্বাধীন হয়েছে, কিংবা একই সময়ে যাত্রা শুরু করেছে, অথচ তারা আজ উন্নত রাষ্ট্র দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম ইত্যাদি।আমরা পারছি না কেন? বাংলাদেশে রাজনীতি দলভেদে বিভক্ত জাতির স্বার্থ নয়, দলের স্বার্থই বড় হয়ে দাঁড়ায়।এক দলের নীতিকে অপর দল ভুল প্রমাণে ব্যস্ত, ফলে নীতি ধারাবাহিকতা নামে কিছুই থাকে না। যেখানে জাতীয় ঐক্য দুর্বল, সেখানে উন্নয়ন কখনো দীর্ঘমেয়াদী হতে পারে না। দুর্নীতির শিকড় এত গভীরে গিয়েছে যে উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয় প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ স্তরে। রাষ্ট্রের সম্পদ লোপাটের সংস্কৃতি উন্নয়নকে ধীরে ধীরে অবশ করে দেয়। দেশপ্রেম কেবল পতাকা বা শ্লোগানে সীমাবদ্ধ নয় এটি নৈতিক শিক্ষা, মানবিকতা, দায়িত্ববোধ। কিন্তু শিক্ষার মধ্যে সেই মূল্যবোধ এখন অল্পই পড়ানো হয়।ন্যায়বিচার বিলম্বিত হওয়া মানে ন্যায়বিচার অস্বীকার করা।অনেক সময় যারা আইন করে, তারাই প্রথমে আইন ভাঙে এটি জাতির প্রতি অপমান।সংবিধান আমাদের দিয়েছে মতপ্রকাশের অধিকার শিক্ষা,স্বাস্থ্য,নিরাপত্তা,বিচার পাওয়ার অধিকার। কিন্তু বাস্তবতায় বিচার বিলম্বিত,ন্যায়বিচার ব্যয়বহুল। শিক্ষা বৈষম্যমূলক, স্বাস্থ্যসেবা এখনো অপরিাপ্ত নারী ও শিশুর নিরাপত্তা দুর্বল,এভাবে মৌলিক অধিকার সীমিত থাকলে দেশপ্রেমের প্রবাহ দুর্বল হওয়াই স্বাভাবিক। ইসলাম ধর্মে দেশ প্রেম নিয়ে আছে মহাবানী,ইসলাম রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনে তিনটি মূলনীতি দেয়, ১. আমানতদারিত্ব, শাসক ও নাগরিক উভয়ই দায়বদ্ধ। রাসুল (সা.)-এর হাদিসে আছে,তোমাদের প্রত্যেকেই রাখাল, এবং প্রত্যেক রাখালের কাছ থেকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। ২. ন্যায় বিচারের সম্পর্কে মহাগ্রন্থ আল কোরআনে বলা হয়েছে,আল্লাহ ন্যায়বিচার ও উত্তম আচরণের নির্দেশ দেন।যেখানে ন্যায় নেই, সেখানে শান্তি নেই,যেখানে শান্তি নেই, সেখানে উন্নয়নও নেই। ৩. সত্য ও সততা একটি রাষ্ট্রের শক্তি হলো তার নৈতিকতা।সৎ নেতৃত্ব ও সত্যনিষ্ঠ নাগরিক ছাড়া কোনো জাতি টিকে থাকতে পারে না। অন্যান্য দেশের উন্নতির রহস্য আমরা যা শিখিনি উন্নত দেশগুলোর কিছু অভিন্ন বৈশিষ্ট্য আছে আইনের প্রতি কঠোর শ্রদ্ধা ভিন্নমতের প্রতি সহনশীলতা রাষ্ট্রকে নিজের সম্পদ হিসেবে দেখা কর প্রদানকে দায়িত্ব মনে করা। রাজনীতিকে সেবা হিসেবে বিবেচনা বাংলাদেশে সমস্যা হলো, আমরা রাষ্ট্রকে ‘আমাদের’ বলে মনে করি কম, রাষ্ট্রের সম্পদকে নিজের সম্পদ মনে করার বদলে ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহারের প্রবণতা বেশি। দেশ প্রেম কেন গেছে,আদর্শিক শিক্ষা দুর্বল, দুর্নীতি সমাজের ওপর স্তরে ছড়িয়ে পড়া। অস্থিতিশীল রাজনীতি,অন্যায়, বৈষম্য ও হতাশা,আত্মঘাতী বোধের সংকট যেখানে অন্যায় পুরস্কৃত হয়, সৎ মানুষ উপেক্ষিত থাকে সেখানে স্বাভাবিক ভাবেই দেশপ্রেম কমে যায়। তাই দেশকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরতে জাতি হিসেবে করণীয়,শিক্ষায় বিপ্লব নৈতিকতা,প্রযুক্তি, মানবিকতা শুধু ডিগ্রি নয়, চরিত্র, প্রযুক্তি, ভাষা,দক্ষতা, নেতৃত্ব, গবেষণা,সবকিছুকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। নীতির রাজনীতি সংলাপ ও জাতীয় ঐক্য,দুই বা তিন দলের রাজনীতি নয় জাতির রাজনীতি প্রয়োজন।ভিন্ন মতকে শত্রুতা নয়, গণতন্ত্রের সৌন্দর্য হিসেবে দেখা জরুরি। দুর্নীতি দমন জিরো টলারেন্স প্রশাসন, সরকারি প্রকল্প, ব্যাংকিং, কর ব্যবস্থা সবখানে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আইনের শাসন সবার জন্য সমান বিচার দ্রুত বিচার, জবাবদিহি, স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা উন্নয়ন ও শান্তির পূর্বশর্ত। দক্ষ মানব সম্পদ যুব সমাজকে পরিবর্তনের অগ্রদূত করা উদ্যোক্তা, গবেষণা, স্টার্টআপ, প্রযুক্তি প্রশিক্ষণে রাষ্ট্রকে বিনিয়োগ করতে হবে। রাজনৈতিক নেতৃত্বে সততা ও নৈতিকতা,শিক্ষিত, সৎ, দূরদর্শী নেতৃত্ব ছাড়া জাতি এগোয় না। বাংলাদেশের জন্ম হয়েছিল স্বপ্ন থেকে, রক্ত থেকে, ভালোবাসা থেকে কিন্তু ৫৪ বছরের স্বাধীনতার পর আমাদের জাতিসত্তা এক অঙ্কুত সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে একদিকে অভূতপূর্ব উন্নয়ন, অন্যদিকে ভয়াবহ নৈতিক সংকট। আমাদের সামনে দুটি পথএকটি আত্মধ্বংসের, অন্যটি পুনর্জাগরণের। ১৯৭১ আমাদের শিখিয়েছে যেখানে মানুষ জেগে ওঠে, সেখানে অসম্ভব বলে কিছু থাকে না। আজ প্রয়োজন সেই জাগরণ, নৈতিকতার জাগরণ, নেতৃত্বের জাগরণ, নাগরিক দায়িত্ববোধের জাগরণ।আমরা যদি চাই বাংলাদেশ বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াক তবে আমাদের প্রত্যেককে আবার শপথ নিতে হবে। আমি দেশের জন্য দায়িত্ববান হবো। আমি সত্য, ন্যায় ও দেশপ্রেমকে ধারণ করব। আমি একটি উন্নত, নৈতিক, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে অবদান রাখব। এই শপথই হোক মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সত্যিকারের বাস্তবায়ন। এই শপথই হোক নতুন প্রজন্মের হাতে বিজয়ের আলোক শিখা।

খেলাফত মজলিশের সভাপতি মাও. আলী আহমদ জমিরী, নোয়াখালী-৫ এর এমপি প্রার্থী

একান্ত সাক্ষাতকারে:

১৯৮২ সালে নোয়াখালীর কবিরহাট উপজেলার ধানশালিক ইউনিয়নের ৪ নং ওয়ার্ড এর এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে মাওলানা আলী আহমদ জমিরী জন্ম গ্রহন করেন। পিতা মরহুম আব্দুল খালেক ছিলেন একজন সৎ, পরিশ্রমী ও মানবিক মানুষ। মা মোহছেনা খাতুন ছিলেন দয়ালু, নৈতিক চরিত্রবান ও পরিবারধর্মী নারী। পরিবারে তিন ভাই ও এক বোনের মধ্যে বড়দের স্নেহ ও ছোটদের প্রতি দায়িত্ববোধ তাঁকে অন্যরকম নেতৃত্বগুণে গড়ে তুলেছে। শিশুকাল থেকেই সততা, নৈতিকতা, পরোপকার, ধর্মভীরুতা ও মানবসেবার যে বীজ পরিবার তাকে শিক্ষা দিয়েছে, সেটিই পরবর্তীতে তার জীবনদর্শন ও রাজনৈতিক আদর্শকে প্রভাবিত করে। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। কৈশোরে সমাজসেবা ও এলাকায় মানুষের সাহায্য করতে করতে তার মধ্যে সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন জন্মায়। ন্যায়, আদর্শ, ইসলামী মূল্যবোধ ও মানবিকতার ভিত্তিতে রাজনীতিকে তিনি নিজের জীবনের অংশ হিসেবে গ্রহণ করেন।এভাবেই ছাত্রজীবন থেকে শুরু হয় তার রাজনীতির পথচলা। বর্তমানে তার রাজনৈতিক বয়স ৩০ বছর,যা ধৈর্য, অভিজ্ঞতা, আদর্শিক দৃঢ়তা ও দীর্ঘ সংগ্রামের প্রতিফলন। দীর্ঘ তিন দশকের রাজনৈতিক জীবনে তিনি সততা, দায়িত্ববোধ ও সাংগঠনিক দক্ষতার পরিচয় দিয়ে ধীরে ধীরে নেতৃত্বে উঠে আসেন। বর্তমানে তিনি কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা খেলাফত মজলিসের সভাপতি,ঢাকা কেন্দ্রীয় কমিটির শুরা সদস্য। দল, কর্মী, সাধারণ জনগণ ও তৃণমূল নেতৃবৃন্দের কাছে তিনি একজন গ্রহণযোগ্য, সৎ, কর্মঠ ও নিবেদিতপ্রাণ রাজনীতিক হিসেবে পরিচিত। আলী আহমদের রাজনীতির মূল ভিত্তি তিনটি স্তম্ভ দাঁড়িয়ে,আদর্শিক রাজনীতি, ন্যায়, সততা, মানবসেবা ও ইসলামী মূল্যবোধ।

মানবিকতা মানুষের দুঃখ-কষ্টে পাশে দাঁড়ানো উন্নয়ন ও পরিবর্তন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, অবকাঠামো ও কর্মসংস্থানকে সামনে রেখে জনগণকে এগিয়ে নেওয়া। তিনি বিশ্বাস করেন,রাজনীতি ক্ষমতা নয়, আমানত। জনগণের জীবনমান উন্নয়নই একজন নেতার প্রকৃত সাফল্য। আলী আহমদ মানুষের প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল। তিনি মনে করেন, কোনো সমাজ তখনই এগিয়ে যায়, যখন নেতৃত্ব সৎ, দায়িত্ববান ও নীতিনিষ্ঠ হয়। সম্প্রীতি, ধর্মীয় সহনশীলতা, যুব উন্নয়ন, নারী সক্ষমতা, শিক্ষার প্রসার ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ নির্মাণএই মূল্যবোধগুলোই তার রাজনৈতিক চিন্তা ও কাজের কেন্দ্রবিন্দু। তার মতে,মাদকমুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। তরুণদের সঠিক দিকনির্দেশনা, কর্মসংস্থান এবং নৈতিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে শান্তি, সম্প্রীতি ও সহমর্মিতা বজায় রাখতে হবে। উন্নয়ন হবে ন্যায়ভিত্তিক, জনগণের কল্যাণকেন্দ্রিক। তিনি বিশ্বাস করেন,জনগণের ভালোবাসা ও আস্থা সবচেয়ে বড় শক্তি। মানুষ আমাকে ভালোবাসে এটাই আমার রাজনৈতিক মূল সম্পদ।”

সততা, আদর্শ, ত্যাগ ও সেবার সমন্বয়ে আলী আহমদ একজন প্রজ্ঞাসম্পন্ন, জনদরদি ও দায়িত্বশীল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন।

নোয়াখালী-৫ সাংসদীয় আসনের তৃণমূল মানুষ তাকে একজন মানবিক নেতৃত্ব হিসেবে মনে করে,যিনি ক্ষমতার জন্য নয়, মানুষের জন্য রাজনীতি করেন।

তার দলের মার্কা দেয়াল ঘড়ি, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন নোয়াখালী ৫ আসনে তিনি একজন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের সাংসদ সদস্য মনোনীত প্রার্থী, তার দলের মার্কা দেয়াল ঘড়ি, তিনি বলেন, আমাকে জয় যুক্ত করে আপনাদের সেবক হওয়ার সুযোগ দিন ইনশাআল্লাহ আমি আপনাদের সুখে দুঃখে পাশে থাকবো।

নব জ্যোতি পত্রিকার পক্ষ থেকে নির্বাচনী এলাকা নোয়াখালী-৫ (কোম্পানীগঞ্জ – কবিরহাট) এর সম্ভাবনাময় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আলী আহমদ জমিরী এর সঙ্গে একটি গভীর আলাপচারিতা অনুষ্ঠিত হয়।

নিচে তাঁর সঙ্গে হওয়া প্রশ্ন-উত্তরের ধারাবাহিকতা পাঠকদের ও ভোটারদের উদ্দেশ্য দেয়া হলো।

১. নবজ্যোতি প্রশ্ন: আপনার পূর্ণ নাম, জন্মস্থান ও শিক্ষাগত যোগ্যতা কী?

উত্তর: আমার নাম আলী আহমদ। জন্ম নোয়াখালীর কবিরহাট উপজেলার ধানশালিক ইউনিয়নে। এখানেকই বেড়ে উঠেছি।

২. প্রশ্ন: আপনি কোন পেশায় যুক্ত আছেন, রাজনীতিতে কেন আসলেন?

উত্তর: আমি দীর্ঘদিন ধরে সমাজসেবা ও সংগঠনভিত্তিক ইসলামি রাজনৈতিক কাজ করছি। ইসলামী রাজনৈতিক ইবাদত, এবং মানুষের সেবা করতে পারবো,এ বিশ্বাস থেকেই রাজনীতিতে আসা।

৩. প্রশ্ন: রাজনীতিতে আসার প্রেরণা কী ছিল?

উত্তর: প্রথমত ইসলামী রাজনীতি ইবাদত তাই রাজনীতি করা। অন্যদিকে ছোটবেলা থেকেই এলাকার মানুষের কষ্ট, বৈষম্য ও বঞ্চনা আমাকে নাড়া দিত।

আবার অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলা এবং মানুষের পাশে দাঁড়ানোর ইচ্ছাই আমাকে প্রেরণা দিয়েছে।

৪.প্রশ্ন: রাজনৈতিক জীবনের শুরু কীভাবে?

উত্তর: ছাত্রজীবন থেকেই রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। সেখান থেকেই আমার রাজনৈতিক যাত্রা শুরু।

৫. প্রশ্ন: আপনার রাজনৈতিক আদর্শ বাস্তবায়নে কী কাজ করছেন? উত্তর: ইসলামী মূল্যবোধ, সততা, সুশাসন ও মানবিকতার ভিত্তিতে শিক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ্য ও সামাজিক উন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগে

কাজ করে যাচ্ছি।

৬. প্রশ্ন: জনগণের কাছে কেমন রাজনীতি উপস্থাপন করতে চান? উত্তর: কল্যাণমূলক, মানবিক ও স্বচ্ছ রাজনীতি। যেখানে জনগণের স্বার্থই হবে সবচেয়ে বড় অগ্রাধিকার। ৭. প্রশ্ন: বর্তমানে দেশের রাজনীতি সম্পর্কে আপনার মতামত কী? উত্তর: রাজনৈি- তক পরিবর্তনের বড় একটি সময়ের মধ্য দিয়ে দেশ যাচ্ছে। জনগণ এখন সুশাসন, নিরাপত্তা ও উন্নয়নমুখী নেতৃত্ব আশা করছে। ৮. প্রশ্ন: আপনার নির্বাচনী এলাকার সবচেয়ে বড় সমস্যা কী? উত্তর: অবকাঠামো সংকট, রাস্তা-ঘাটের অনুন্নয়ন, নদীভাঙন, কর্মসংস্থান অভাব, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার ঘাটতি। ৯. প্রশ্ন: নির্বাচিত হলে এসব সমস্যার সমাধান কীভাবে করবেন? উত্তর: আধুনিক অবকাঠামো, শিক্ষা-স্বাস্থ্য উন্নয়ন, শিল্পায়ন, নদীভাঙন প্রতিরোধ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেবো।

১০. প্রশ্ন: শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও কর্মসংস্থানে আপনার পরিকল্পনা কী? উত্তর:আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান,ইউনিয়ন পর্যায়ে উন্নত হাসপাতাল,কৃষিতে প্রযুক্তি ও ভর্তুকি,যুবদের জন্য স্কিল ট্রেনিং ও শিল্পায়ন।

১১. প্রশ্ন: পূর্বের জনপ্রতিনিধিরা কি প্রত্যাশিত উন্নয়ন করতে পেরেছেন? উত্তর: কিছু উন্নয়ন হলেও অনেক ঘাটতি রয়ে গেছে। মানুষের চাহিদা ও সম্ভাবনার তুলনায় উন্নয়ন খুব সীমিত ছিল।

১২. প্রশ্ন: নোয়াখালী-৫ আসনে আপনার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি কী? উত্তর: যোগাযোগব্যবস্থা আধুনিকীকরণ, নদীভাঙন রোধ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শিক্ষা-স্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং জননিরাপত্তা নিশ্চিত করাই মূল লক্ষ্য। ১৩. প্রশ্ন: যুব শক্তি ও নারীর ক্ষমতায়নে কী করবেন? উত্তর: যুবদের স্কিল ডেভেলপমেন্ট, উদ্যোক্তা সহায়তা, নারীদের স্বনির্ভরতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করবো।

১৪. প্রশ্ন: এলাকার অবকাঠামো ও পরিবেশ উন্নয়ন কী করণীয়? উত্তর: রাস্তা-ব্রিজ-কালভার্ট নির্মাণ, ড্রেনেজ ব্যবস্থা, পানি নিষ্কাশন এবং পরিবেশবান্ধব সবুজায়ন প্রকল্প চালু করবো। ১৫. প্রশ্ন: জনগণের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ কীভাবে রাখবেন? উত্তর: হটলাইন, মাসিক ওপেন মিটিং, ইউনিয়ন ভিত্তিক জবাবদিহিমূলক সভা এবং অনলাইন যোগাযোগ রাখা হবে।

১৬. প্রশ্ন: তরুণদের রাজনীতিতে ভূমিকা কীভাবে দেখেন? উত্তর: তরুণরাই একদিন দেশের নেতৃত্ব দেবে। তাদের আদর্শিক, ইসলামী শিক্ষায় সুশিক্ষিত ও প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন হতে হবে। ১৭. প্রশ্ন: মাদক, বেকারত্ব ও অনলাইন বিভ্রান্তি দূর করতে কী করবেন?

উত্তর: মাদকবিরোধী অভিযান, পুনর্বাসন কেন্দ্র, কর্মসংস্থান, সাইবার সচেতনতা এবং সামাজিক ভূমিকা জোরদার করা হবে। ১৮. প্রশ্ন: ধর্মীয় সহনশীলতা ও সম্প্রীতিতে আপনার ভূমিকা কী? উত্তর: সব ধর্মের মানুষকে সমান সম্মান। আন্তর্ধর্মীয় সংলাপ ও সামাজিক সম্প্রীতি রক্ষা এটাই আমার লক্ষ্য। ১৯. প্রশ্ন: রাজনীতিতে সততা কতটা গুরুত্বপূর্ণ? উত্তর: সততা রাজনীতির প্রাণভিত্তি। সৎ নেতৃত্ব সমাজকে পরিবর্তন করে। ২০. প্রশ্ন: নির্বাচনে টাকার প্রভাব কমানো সম্ভব? উত্তর: অবশ্যই সম্ভব। সচেতনতা, কঠোর আইন প্রয়োগ ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে। ২১. প্রশ্ন: ব্যক্তিগতভাবে জনগণের কল্যাণে কী করেছেন? উত্তর: শিক্ষা সহায়তা, চিকিৎসা সেবা, দুস্থ মানুষের সহায়তা এবং বিভিন্ন সামাজিক কাজে যুক্ত ছিলাম। ২২. প্রশ্ন: জনগণ কেন আপনাকে ভোট দেবে? উত্তর: কারণ আমি সৎ, আদর্শিক, কর্মমুখী এবং মানুষের জন্য কাজ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ২৩. প্রশ্ন: নির্বাচিত না হলে কী করবেন?

উত্তর: জনসেবা আমার নেশা,নির্বাচিত হই বা না হই, মানুষের পাশে থাকবো।

২৪. প্রশ্ন: রাজনীতির বাইরে আপনার শখ কী?

উত্তর: বই পড়া, সমাজসেবা, ধর্মীয় কর্মকাণ্ড ও মানুষের সঙ্গে সময় কাটানো।

২৫. প্রশ্ন: সংসদ সদস্য হওয়ার মূল উদ্দেশ্য কী?

উত্তর: জনগণের সমস্যা সমাধান, উন্নয়ন নিশ্চিত করা এবং ইসলামী রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করা।

২৬. প্রশ্ন: অনুসরণীয় নেতা কে?

উত্তর: হযরত মোহাম্মদ(সাঃ)। সাহাবায়ে কেরাম, ইসলামী আদর্শ ও নীতিভিত্তিক নেতৃত্ব আমাকে সবচেয়ে বেশি অনুপ্রাণিত করে।

২৭. প্রশ্ন: নির্বাচনী প্রকৃতি ও কেন্দ্র কমিটি গঠনের অবস্থা কী? উত্তর: তৃণমূল থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত শক্তিশালী ও কার্যকর কমিটি গঠন করেছি এবং সবাই মাঠে সক্রিয় রয়েছে। প্রচারনা,জনসংযোগ, ধারাবাহিক ভাবে চলছে।

২৮. প্রশ্ন: সাধারণ জনগণের কাছ থেকে কেমন সাড়া পাচ্ছেন?

উত্তর: অত্যন্ত ইতিবাচক সাড়া পাচ্ছি। মানুষ পরিবর্তন চায় এবং আমাদের প্রতি আস্থা রাখছে।

২৯. প্রশ্ন: ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতিক্রিয়া কেমন?

উত্তর: তারা সম্প্রীতি ও মানবতার রাজনীতিকে সমর্থন করছে।

সবাই খুব আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছে।

৩০. প্রশ্ন: নব জ্যোতি পত্রিকার সাংবাদিক ও পাঠকদের জন্য আপনার পরামর্শ কী?

উত্তর: বহুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন, সত্য, ন্যায়, নিরপেক্ষতা ও মানবিক মূল্যবোধকে সামনে রেখে কাজ করুন।

সাংবাদিকতা সমাজকে আলোকিত করে আপনাদের কাজই আগামী প্রজন্মকে পথ দেখাবে। আলী আহমদ একজন আদর্শিক, সৎ ও মানবিক নেতৃত্বের প্রতিচ্ছবি।

তৃণমূল মানুষের ভালোবাসা, দীর্ঘ রাজনীতিক অভিজ্ঞতা, আদর্শমূলক অবস্থান এবং উন্নয়নভিত্তিক পরিকল্পনা তাকে নোয়াখালীর ৫ আসনের রাজনীতিতে একটি সম্ভাবনাময় নাম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

উদয় এইড ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে বৃত্তি পরীক্ষা

অংশ গ্রহনে ৮৫০০ শিক্ষার্থী মেধার আলোয় আলোকিত



নব জ্যোতি রিপোর্ট ডেস্ক:

নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জে বৃহস্পতিবার ৭ নভেম্বর সকাল ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছে “উদয় এইড ফাউন্ডেশন”-এর আয়োজনে ব্যতিক্রমধর্মী বৃত্তি পরীক্ষা। শিক্ষার আলো ও মেধা বিকাশের লক্ষ্যকে সামনে রেখে আয়োজিত এই পরীক্ষা ইতোমধ্যে শিক্ষাঙ্গনে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জ, কবিরহাট, ও ফেনীর দাগনভূইয়া-এই তিনটি উপজেলার মোট ১০টি কেন্দ্রে একযোগে চলেছে পরীক্ষা। অংশ নিচ্ছে প্রায় ৮,৬০০ শিক্ষার্থী, কোম্পানীগঞ্জে ৫ টি কেন্দ্রে ৪১ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৪০৭৭ জন শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে। কবিরহাটে ৪টি ও দাগনভূইয়ায় ১টি কেন্দ্রে বাকি শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিচ্ছে। পঞ্চম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে এই আয়োজন হয়ে উঠেছে এক অনন্য শিক্ষামেলা। ফাউন্ডেশন-এর চেয়ারম্যান, সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী এবং চরপার্বতী সিডিউল কাস্ট উচ্চ বিদ্যালয়ের এডহক কমিটির সভাপতি, অ্যাডভোকেট

মামুনুর রশিদের সার্বিক তত্ত্বাবধানে বৃত্তি পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হচ্ছে। দীর্ঘ দুই মাসের পরিকল্পনার পর তিনি বসুরহাটে শিক্ষক সমাজের সঙ্গে পরামর্শ করে এই পরীক্ষার কাঠামো তৈরি করেন। তাঁর নেতৃত্বে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা এবং মূল্যায়ন পদ্ধতিতে আনা হয়েছে আধুনিক পদ্ধতির ছোঁয়া।

মেধার বিকাশে সাহসীদের উৎসব এই বৃত্তি পরীক্ষার মূল প্রতিপাদ্য- “ভাগ্যের দিকে বসে থাকা কাপুরুষের কাজ, আর পরিশ্রমের মাধ্যমে ভাগ্য বদলানো সাহসীদের চিহ্ন।” এ যেন শুধু একটি পরীক্ষা নয়, বরং আত্মবিশ্বাস ও অধ্যবসায়ের প্রতীক। “জ্ঞান চরিত্র করবে জয়, মোরা হবে বিশ্বময়”-এই মূলমন্ত্রে অনুপ্রাণিত হয়ে ছোট-বড় শিক্ষার্থীরা অংশ নিচ্ছে মেধার এক মহাযজ্ঞে। ফাউন্ডেশন সূত্রে জানা গেছে, এমসিকিউ ভিত্তিক প্রশ্নপত্রে ওএমআর পদ্ধতিতে ফলাফল নির্ধারণ করা হবে। পরীক্ষার ফলাফল এবং পুরস্কার বিতরণ ৪র্থ পৃষ্ঠায়.....

"চরপার্বতীর বুকে মৌলভীবাজার স্পোর্টিং ক্লাব -ক্রীড়া, করুণা ও স্বপ্নযাত্রার মহাকাব্য"

নদীবিধৌত জনপদের তরুণদের জাগরণ, সংগ্রাম, প্রতিজ্ঞা ও আলোর উত্থান



নব জ্যোতি রিপোর্ট ডেস্ক :

নদীর বুক থেকে উঠে আসা এক আলোর মশাল নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার চরপার্বতী, যে জনপদের জন্য নদীর বুকে, লোনা বাতাসে, দুঃশাসিত ভাঙনের ভিতরেও আছে জীবন গড়ার অদম্য শক্তি। নদীর মতোই এ জনপদের মানুষের স্বভাব, কখনো ফেনিয়ে ওঠা,কখনো নিস্তব্ধ,আবার কখনো যোদ্ধার মতো সব প্রতিকূলতা ভেঙে পথ তৈরি করা। এই জনপদের তরুণেরা বিশ্বাস করত,যেখানে নদীর জল আছে, সেখানে জীবন আছে,আর যেখানে তরুণ আছে, সেখানে আশা। এ আশা থেকেই জন্ম নেয়, মৌলভীবাজার স্পোর্টিং ক্লাব,একটি নাম, যা ধীরে ধীরে হয়ে উঠেছে একটি জনপদের চেতনা, সেবার আলোকস্কন্ধ,

আর মানবতার নির্মল বাতিঘর। ২০২১ সালের ১ জানুয়ারি।নতুন বছরের প্রথম দিনের প্রথম আলো যখন চরপার্বতীর মাটিতে পড়ে সেই আলোর সঙ্গে সঙ্গে জন্ম নেয় একটি সংগঠন, একটি স্বপ্ন, একটি যাত্রা। যে ক্লাবের নামকরনের পেছনে ছিলেন,সৌদি আরব প্রবাসী আলা উদ্দিন মুন্নাএবং আব্দুর রহিম হুদয়। তাদের বিশ্বাস ছিল, একটি তরুণ দল যদি সং থেকে কাজ করে,তবে পুরো জনপদের ভাগ্য বদলে যেতে পারে। ক্লাবটি শুরু হয় খুব ছোটভাবে দুই বা একজন তরুণ নিয়ে।কিন্তু স্বপ্ন ছিল বিশাল। তারা বুঝেছিল মানুষকে সাহায্য করা, সমাজকে সচেতন করা,ক্রীড়ার মাধ্যমে তরুণদের মাদক ও অপরাধ থেকে দূরে রাখা। এটাই হবে তাদের ৭ম পৃষ্ঠায়.....

নুরে হিদায়তের আলোয় 'রহমানিয়া মাদরাসা' চরপার্বতী ধর্মীয় জাগরণের দীপ্তাঙ্গন:

নবজ্যোতি রিপোর্ট ডেস্ক :

এক প্রান্তিক জনপদের বুক চিরে জন্ম নেয় এক আলোর ঘর,রাহমানিয়া নুরানী ও হেফজ মাদরাসা। সাধারণ এক টিনে ঘর, কয়েকজন শিশুর কোরআন শিক্ষার চেষ্টা, আর এক মানুষের ঈমানি স্বপ্ন,সেখান থেকেই শুরু হয়েছিল যাত্রা। তারপর ধীরে ধীরে মাদরাসাটি হয়ে ওঠে এই অঞ্চলের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ইসলামি শিক্ষার কেন্দ্র। একটি প্রতিষ্ঠান বড় হয় কেবল দেয়ালে নয়,স্বপ্নে, ত্যাগে, সৃষ্টিতে এবং একজন মানুষের অভ্যন্তরের আলোতে। রাহমানিয়ার জন্যও ঠিক তেমনই। মানব সভ্যতা 'জ্ঞানের আলোতে'ই প্রথম জেগে উঠেছিল।এই সত্যকে স্মরণ করিয়ে দিতে কোরআনের প্রথম নির্দেশই ছিল,পড়, আর তোমার প্রভু মহামহিময়। যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন। (সূরা আলাক, আয়াত ৩-৪) জ্ঞান, শিক্ষা, আলোকপ্রাপ্তি,এই তিনটি শব্দের ওপর দাঁড়িয়েই সমগ্র ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছে।নবী মুহাম্মদ (সা.) এর হাদিসেও শিক্ষা ও আলোর গুরুত্বকে মহানুভবে তুলে ধরা হয়েছে,তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে কোরআন শেখে এবং অন্যকে শেখায়।(সহিহ বুখারি) এই আয়াত হাদিসই যেন ছিল রাহমানিয়ার স্থপতি মানুষের হৃদয়ের প্রদীপ।তিনি জানতেন একদিন কলমই বদলে দেবে তার অঞ্চলের অন্ধকার। যে জনপদে নদীর পানি



কখনো সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায়,শিক্ষার আলো সেখানে হাজারো শিশু ভবিষ্যতকে রক্ষা করবে। রাহমানিয়ার প্রথম ভবন বলতে ছিল টিনের চালা, বাঁশের বেড়া, খড়ের তক্তা আর পরিষ্কার মাটির মেঝে কিন্তু সেই ঘরের ভেতর ছিল,মানুষের ভালোবাসা, শিশুর হাসি, আর আকাশকে ছুঁয়ে ফেলার মতো স্বপ্ন। দীর্ঘ ২১ বছর মানে,কোনো শিশুর জন্ম থেকে যুবক হয়ে ওঠা।রাহমানিয়ার পথও ঠিক তেমন। শিক্ষা কখনো একক প্রতিষ্ঠানকে নয়,পরিবর্তিত করে একটি পুরো সমাজকে।রাহমানিয়া তার বাস্তব প্রমাণ। একটি সমাজের নৈতিক স্থিতি কতটা দৃঢ় হবে, তা নির্ভর করে সেই সমাজে শিক্ষার আলো কতটা বিস্তার লাভ করেছে তার ওপর। নোয়াখা-

লী জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ২ নং চরপার্বতী ইউনিয়নের ৩ নং ওয়ার্ডে এমনই এক আলোকভরা বীজ বপন হয়েছিল ২০০৪ সালে।সেই বীজের নাম,রাহমানিয়া নুরানী ও হেফজ মাদরাসা। যে প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছিল একটি সাধারণ টিনের ঘরে, মাত্র ২/৩ জন ছাত্রছাত্রীর পাঠদান দিয়ে। যে প্রতিষ্ঠান আজ ২০২৩ সালে বৃহত্তর নোয়াখালী অঞ্চলের সেরা নুরানী প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত। কোনো নগরায়িত শহর নয়,কোনো বিপুল পৃষ্ঠপোষকত-াও নয়,একজন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের স্বপ্ন, তাঁর ঈমানী দায়বদ্ধতা ও দানশীল জীবনের উপহার এই মাদরাসা। নোয়াখালী কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার চরপার্বতী ইউনিয়নের এক

আলোকিত মানুষ মরহুম আলহাজ্ব মাস্টার আসলাম সাহেব।পিতা মরহুম হাবিবুর রহমান,মাতা মরহুমা জোহরা বেগম। পরিবারে দুই ভাই,দুইবোন, পিতা মাতার এই ছোট ছেলেটি বড় হয়ে যিনি পিতার নামের শেষ অংশ রহমান শব্দ দিয়ে রাহমানিয়া মাদরাসা নামকরন করেন। যাহা পিতার প্রতি পুএরে, অকৃএমি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ, যা প্রজন্মের জন্য ঐতিহাসিক নিদর্শন হয়ে থাকবে। মরহুম মাস্টার আসলাম সাহেব, যিনি নিজের জীবনের উপার্জন, অবসরের গ্র্যাচুইটি, চিকিৎসার টাকা, জমি বিক্রির অর্থ,সবকিছু একত্র করে একটি ধর্মীয় শিক্ষাঙ্গনের ভিত রচনা করেছিলেন। এসব কেবল দান নয়, এগুলো ছিল আত্মার মুক্তির আকাঙ্ক্ষা,ছিল পরকালীন সফলতার বিনিময়-মূল্য। আসলাম সাহেব ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী, পরহেজগার, ধর্মপ্রাণ এবং মানবিক মননের মানুষ।বাংলা মাধ্যমে শিক্ষিত হয়েও তিনি ইসলামের প্রতি অগাধ প্রেম ধারণ করেছিলেন। ১৯৯৬ সালে চৌধুরী হাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে অবসর নেওয়ার পর তাঁর মনে একটাই চিন্তা যদি আল্লাহর ঘর ও দ্বীনের পথে কিছু রেখে যেতে পারি, এই চিন্তা শুধু স্বপ্নে সীমাবদ্ধ থাকেনি। তিনি ১২ শতাংশ জমি দান করেন, তাঁর বড় ভাই হাফেজ মোহাম্মদ হানিফ দান করেন ৪ শতাংশ,আর তাঁর দুই ছেলে, বড় ৭ম পৃষ্ঠায়.....

হাকিম মাওলানা ইলিয়াস (রাঃ) ইউনানী চিকিৎসার বাতিঘর

তিনি ছিলেন এমন এক আলোকিত বংশের সন্তান,যেখানে ধর্ম, জ্ঞান, সেবা এবং মানবিকতা ছিল প্রাণের মতো মূল্যবান। তার জন্ম ১৯২৭ সালে ফেনী জেলার দাগনভূঞা উপজেলার দক্ষিণ আলীপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত আলেম পরিবারে। তার পিতা মৌলভী আবদুর রহমান ছিলেন একজন গুণী আলেম, সৎ, মিতভাষী ও মানব সেবায় নিবেদিত মানুষ,মাতা ফয়েজুন্নেছা ছিলেন,দ্বীনদার,শিক্ষানুরাগী, মানবপ্রেমী। তার দাদা মৌলভী আমজাদ হোসেন মিয়া ছিলেন আলেম বংশের অন্যতম শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব। এই পরিবারে বংশগত ভাবেই দয়া, জ্ঞান, চিকিৎসা ও মানুষের উপকার করার মানসিকতা ছিল। শৈশব থেকেই ইলিয়াস (রহ.) সেই আলোয় বড় হয়েছেন। ছোটবেলায় তিনি ছিলেন অসাধারণ মেধাবী, মননশীল ও বিচক্ষণ।তিনি আরবি, বাংলা, ফার্সি, ইংরেজি, উর্দু পাঁচটি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। প্রথমে স্থানীয় মক্তবে পড়াশোনা, এরপর বসুরহাট ফাজিল মাদরাসা, বর্তমান (কামিল) থেকে ফাজিল পাশ, ঢাকা আলিয়া মাদরাসা থেকে কামিল এই দুই শিক্ষাজীবন তাঁর মধ্যে ধর্মীয়চেতনা, সাহিত্য, যুক্তি ও জ্ঞানের বিস্তার ঘটায়। এরপর তিনি ভর্তি হন, ঢাকা তিব্বিয়া কলেজে যেখানে তিনি গভীরভাবে ডুব দেন ইউনানী চিকিৎসা বিজ্ঞা- নের বিশাল জগতে। কিন্তু তাঁর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বড় কাজ দুটি ছিল কোম্পানীগঞ্জে নিজেই একটি ইউনানী চিকিৎসার ল্যাবরেটরিজ করা,দ্বিতীয়টি হলো তিব্বিয়া কলেজ গড়ে তোলা,সফলও হলেন। সামাজিক জীবনে ইলিয়াস (রহ.) ছিলেন হাকিম ইলিয়াস নামে বেশি পরিচিত।সাদাসিধে জীবন, বিনয়ী আচরণ, মানুষের প্রতি অফুরন্ত মায়া, দরিদ্রের পাশে দাঁড়ানো এসব তাঁর চরিত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। তিনি বসুরহাটে খাম্বা হুজুরের মাজারের পাশে বর্তমানে (ইসলামী ব্যাংকের) নিচে দক্ষিন পাশে একটি দাওয়াখানা চালাতেন, যার নাম ছিল ইস্ট পাকিস্তান দাওয়াখানা, এলাকায় এ দাওয়াখানার সুপরিচিত সুনাম ছিল। যেখানে প্রতিদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত মানুষের সারি থাকত।মানুষ বলত,তিনি শুধু চিকিৎসক নন, তিনি দোয়া, বিশ্বাস ও মমতার চিকিৎসা দিতেন। তিনি চিকিৎসক ছিলেন, কিন্তু সমাজের প্রতি তাঁর দায় কম ছিল না।কোম্পানীগঞ্জে কাজীর দায়িত্ব পালন, মুসলিম লীগের স্থানীয় নেতৃত্ব,এমনকি বাংলাদেশ মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন তিনি। তাঁর রাজনৈতিক জীবন ছিল পরিচ্ছন্ন, মূল্যবোধনিষ্ঠ ও ন্যায়ভিত্তিক। তিনি ১৯৫৩ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন,ইউনান ল্যাবরেটরি যা ছিল তখনকার সময়ে দক্ষিণাঞ্চ- লর সবচেয়ে বড় ইউনানী গবেষণা, উৎপাদন ও চিকিৎসা কেন্দ্র। এই ল্যাবরেটরি থেকে উৎপাদিত ওষুধ মানুষের আস্থা এত দ্রুত অর্জন করে যে ১৯৬৩ সালে সরকারিভাবে ইউনানী ঔষধ শিল্প হিসেবে স্বীকৃতি পায়। উৎপাদন, গবেষণা, পরীক্ষা সবই ছিল সেই সময়ের তুলনায় অত্যাধুনিক। তিনি উপলব্ধি করেছি- লন,শুধু চিকিৎসা দিয়ে প্রজন্ম বদলানো যায়ন- া,দরকার শিক্ষা তাই তিনি কোম্পানীগঞ্জের বসুরহাটে প্রতিষ্ঠা করেন তিব্বিয়া কলেজ যা উপকূলীয় অঞ্চলে প্রথম ইউনানী চিকিৎসা শিক্ষার প্রতিষ্ঠান। উদ্দেশ্য ছিল,স্থানীয় তরুণদের তিব্বিয়া শিক্ষায় দক্ষ করে তোলা উি উদ্ ও ভেষজ নিয়ে গবেষণা বিস্তার প্রাচীন চিকিৎসাকে আধুনিক কাঠামোয় দাঁড় করানো ভবিষ্যৎ হাকিম তৈরি করা এ কলেজ আজও তাঁর শ্রম, প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার প্রতীক।হাকিম ইলিয়াস (রহ.) শুধু স্থানীয় চিকিৎসক ছিলেন না তিনি ছিলেন বাংলাদেশ ইউনানী মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি। এই পদে থেকে তিনি জাতীয় ইউনানী নীতি প্রণয়ন সিলেবাস সংস্কার, ভেষজ গবেষণা,ইউনানী চিকিৎসকদের অধিকার, সরকারী স্বীকৃতি আদায় আন্তর্জাতিক সেমিনার সমন্বয় এসব কাজে অনন্য ভূমিকা রাখেন। তিনি ভারত, পাকিস্তান, কুয়েত, কাতারসহ বিভিন্ন দেশে চিকিৎসা সেমিনারে অংশ নিয়েছেন। তার

প্রবন্ধ, বক্তৃতা, গবেষণা সবই আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সমাদৃত ছিল। তিনি শুধু চিকিৎসক বা নেতা ছিলেন না তিনি ছিলেন একজন দানবীর ও নির্মাতা।বসুরহাটে তাঁর ইউনান ল্যাবরেট- রিজের সামনে প্রতিষ্ঠা করছেন ইলিয়াস আলী জামে মসজিদ, ১৯৫৮ সালে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার চরপার্বতী ইউনিয়নের চৌধুরীহাটে ঈদগাহ ময়দান সংলগ্ন মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করছেন। দরিদ্রের চিকিৎসায় নিজ খরচায় সহযোগিতা করতেন, সামাজিক কাজে নেতৃত্ব দিয়েছেন সব সময়।তার প্রত্যেকটি কাজ ছিল আল্লাহর প্রতি প্রেম আর মানুষের প্রতি দয়ার বহিঃপ্রকাশ। জন্মিলেই মৃত্যু হবে চিরন্তন সত্য, মহাগ্রন্থ আল কোরআনে আল্লাহ পাক বলেন, প্রত্যেক প্রানীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহন করতে হবে। সালটি ছিল ইংরেজি ১৯৯৮ এপ্রিল মাসের ১২ তারিখ পরিবার,পরিজন, আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব কে শোক সাগরে ভাসিয়ে পাড়ি জমালেন পরপারে, তাঁর মৃত্যুতে শোকাহত ইউনান ভেষজ চিকিৎসার গুভাকাজক্ষীরা, এক উজ্জল নক্ষত্র হারিয়ে গেল। যার শূণ্যতা পূরন হবার নয়। হাজারো রোগী, রাজনীতিবিদ, আলেম, ব্যবসায়ী, সাধারণ মানুষ সকলেই ভিড় করেছিলেন তাঁর জানাজায়।সেদিন বসুরহাট কেঁদেছিল। কেঁদেছিল ইউনান পরিবার, মানুষ বলেছিল একটি যুগের অবসান হলো। দেশের প্রধান পত্রিকাগুলোও তাঁর মৃত্যু সংবাদ প্রকাশ করে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, জাতীয় দৈনিক ইত্তেফাক, ইনকিলাব, ভোরের কাগজ, সংগ্রাম, দিনকাল, মানবজমিন, ও ফেনীর অর্ধসাপ্তাহিক পথ পত্রিকা। মৃত্যু কালে হাকিম মাওলানা ইলিয়াস (রাঃ) ৪ পুত্র ও ৫ কন্যা রেখে যান, যার মধ্যে সবচেয়ে যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে প্রতিষ্ঠানটির দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাঁর যোগ্য উত্তরসূরি অধ্যাপক হাকিম মোহাম্মদ শহীদ উল্লাহ। আলোর পথের যোগ্য বাহক,ি- তিনি ১৯৫৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন দক্ষিণ আলীপুর গ্রামে। চাঁদপুর তিব্বিয়া কলেজ ও ফেনী তিব্বিয়া কলেজ থেকে ডিপ্লোমা শেষ করে ইউনানী চিকিৎসায় দক্ষতা অর্জন করেন। যিনি বর্তমানে ইউনান ল্যাবরেটরীর স্বত্বাধিকারী ও প্রধান ব্যবস্থাপক। তিনি একাধারে ইউনানী চিকিৎসক গবেষক, ঔষধ প্রস্তুতকারক, সামাজিক ব্যক্তিত্ব,রাজনৈতিক অঙ্গনে পরিচিত মুখ। তার হাতে ল্যাবরেটরি পেয়েছে নতুন প্রাণ। এছাড়াও তিনি নারী রোগী বিশেষজ্ঞ, সরকার অনুমোদিত ড্রাগ লাইসেন্সধারী, উদ্ভিদ ভিত্তিক গবেষক অধ্যাপক, নম্র, ভদ্র, রুচিশীল ব্যক্তিত্ব। ১৯৮৯ সালে তিনি কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা থেকে “সেবা ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন” শ্রেষ্ঠ যুবক পদক পান। এছাড়াও তিনি অনেক সরকারি ও বেসরকারি সম্মাননা স্মারক,ও পদক অর্জন করেন। ইউনান ল্যাবরেটরিজ এর বর্তমান প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হলেন,আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ। তিনি জনাব হাকিম শহীদ উল্লাহর পুত্র।তিনি ফ্যাক্টরির দৈনন্দিন কার্যক্রম, উৎপাদন, বাজারজাতকরণ ও নতুন গবেষণামূলক উদ্যোগ পর্যবেক্ষণ করেন। তাঁর নেতৃত্বে ইউনান ল্যাবরেটরি আরও আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এ ছাড়াও নারী রোগীদের চিকিৎসায় আছেন নারী চিকিৎসক, হাকিম মিসেস লুৎফুল্লাহার।তিনি নারী রোগী- দের চিকিৎসা সেবায় নিবেদিতপ্রাণ, এবং চিকিৎসার কাজে সার্বক্ষণিক নিয়োজিত আছেন।

আজকের ইউনান ল্যাবরেটরি একটি পূর্ণাঙ্গ, আধুনিক ইউনানী শিল্প প্রতিষ্ঠান।হাইজিন মানসম্পন্ন পরিবেশ, প্রশিক্ষিত ৯ জন মার্কেটিং কর্মকর্তা ও ১ জন কেমিস্ট। আছে আধুনিক উৎপাদন লাইসেন্স ও গবেষণাভিত্তিক স্পেশাল ক্লিনিক্যাল আইটেম। বিপননের জন্য দেশজুড়ে কুরিয়ার সার্ভিস,ডাকযোগের ব্যবস্থায় পন্য পৌঁছে যায় প্রত্যন্ত এলাকায়। ইউনান ল্যাবরেট- রিজে উৎপাদিত কিছু জনপ্রিয় ঔষধ,আম- লারোজ, ইউনালিভ, চন্দনাসেব, ফাওলাদ, মোছাফফী, ইউনিকফ, ইউনাস্টেম, দশমুলারিষ, পেইন কিউর, তুলসী, অর্জুনারিষ, অশোকারিষ, মহাবাতারি, মেথোলিন, বেবিজিন

এবং আরো বহু ফর্মুলা। বিশেষ ক্লিনিক্যাল আইটেম যেগুলো ল্যাবরে- টরীর সুনাম বহুগুণ বাড়িয়েছে১. হাৰ্বে হামল ২. হাৰ্বে মুদির ৩. হাৰ্বে জিরিয়ান ৪. মাজুনে হলিলা৫. হাৰ্বে রাল ৬. সফুফে জিগার৭. রওগনে আমলা ৮. সুফুফে মুহাযযিল ৯. মরহমে কাফুরী ১০. মাজুনে আওজা ১১. সফুফে সুজাক১২. হাৰ্বে মুকিল১৩. হাৰ্বে এযরাকি১৪. হাৰ্বে কাবদ১৫. লবুবে কবীর ১৬. লিকুরিন। এই ফর্মুলাগুলো শত শত রোগীকে সুস্থতা দিয়েছে, আস্থা বাড়িয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে ইউনান ল্যাবরেটরীর একটি ভেষজ বাগান আছে।সেখানে স্থানীয় ভেষজ সংগ্রহ, পরিচর্যা এবং গবেষণা হয়। কোম্পানীগঞ্জেও বাগান করার ইচ্ছা আছে,সরকারি সহযোগিতায় ভূমি ব্যবস্থা হলে,ভেষজ বাগান বাস্তবায়ন করার কথা বলেন, হাকিম শহীদ উল্লাহ। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসা চলছে,বিভিন্ন জেলা উপজে- লায়,বিশেষ করে বৃহত্তর নোয়াখালী,রাঙামাটি, কুমিল্লা জেলায়। দেশের বিভিন্ন জেলায় ঔষধ বিপনন করা।তবে মূল লক্ষ্য পুরো বাংলাদেশে ইউনান ল্যাবরেটরীর নেটওয়ার্ক বিস্তার করা। অধ্যক্ষ হাকিম শহীদ উল্লাহর এ ফিচার লেখককে বলেন তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হলো, ল্যাবরেটরি সম্প্রসারণ, শোরুম স্থাপন,ইউনানী পার্ক/হার্বাল গার্ডেন,আধুনিক কেমিক্যাল গবেষণা ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক মানের উৎপাদন প্ল্যান্ট, বিদেশে মার্কেটিং বিস্তার করা। হাকিম শহিদ উল্ল্যাহর পরিবারে এক পুত্র ও নয় জন কন্যা সবাই উচ্চশিক্ষিত,দেশ বিদেশে প্রতিষ্ঠিত। হাকিম শহিদ উল্ল্যাহ তার সন্তানদের নিয়ে গর্ব করে বলেন, মহান আল্লাহ পাকের নিকট শুকরিয়া আমরা ছেলে মেয়ে দশ জনেই দ্বিগুিধারী সুশিক্ষিত ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত,না- ত,নাতিন সহ আছে ২৭ জন। এর চেয়ে বড় পাওনা অর্জন আর কি হতে পারে তিনি উমরাহ হজ্ব করছেন। চলতি বছর ২৮ ডিসেম্বর আষ্ট্রে- লিয়ায় আন্তর্জাতিক হার্বাল সেমিনারে অংশগ্রহণ করবেন, এ ফিচার লেখক কে বলেন। বিশ্ স্বাস্থ্য সংস্থা (ডেএণ্ড) স্বীকৃত প্রাচীনতম চিকিৎসা ব্যবস্থাগুলোর একটি হচ্ছে ইউনানী চিকিৎস- া।যুক্তরাষ্ট্র, চীন, জাপান, ইউরোপের সব জায়গায় ভেষজ হার্বাল মেডিসিনের চাহিদা বাড়ছে। হিপোক্রেটিস বলেছিলেন“স্থানীয় আবহাওয়া ও মাটির উপাদানে তৈরি ওষুধই মানুষের জন্য সর্বোত্তম।” এ কারণেই ইউনান ল্যাবরেটরীর প্রাকৃতিক উপাদানভিত্তিক ওষুধ মানুষের সঙ্গে গভীরভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ৭২ বছর ধরে এই প্রতিষ্ঠান,গবেষণা করেছে হাজারো রোগীকে সুস্থ করেছে, চিকিৎসা ক্ষেত্রে আস্থা তৈরি করেছে,সমাজে আলো ছড়িয়েছে,মানবত- ার জন্য কাজ করেছে এ এক বংশের গল্প,যেখানে চিকিৎসা হলো ইবাদত,গবেষণা হলো আমল,ওষুধ হলো দয়া,আর মানুষকে সুস্থ করা হলো সর্বোত্তম সেবা। ইউনান ল্যাবরেটরীর যাত্রা আমাদের শেখায়,প্রকৃতিই আমাদের প্রথম চিকিৎসক।আর সঠিক হাতে সেই প্রকৃতির ওষুধই মানুষকে সুস্থ করতে পারে। প্রতিষ্ঠাতা হাকিম ইলিয়াস (রহ.) যেমন বলতেন, মানুষকে সুস্থ করা শুধু পেশা নয়,এটা সওয়াব, এটা দয়া, এটা ইবাদত। আজ তাঁর উত্তরসূরিরা সেই কথাকেই জীবন দর্শন হিসেবে ধরে রেখেছেন, আর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ এর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠানটি এগিয়ে যাচ্ছে নতুন উচ্চতায়।

"রহমত উল্লাহ রাজু"

ময়দানে থেকেই নেতৃত্ব দিয়েছেন। রাজুর রাজনৈতিক যাত্রায় প্রেরনা ছিলেন প্রয়াত নেতা, কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলহাজ নুরুল ইসলাম। যাঁর স্নেহে ও দিকনির্দেশনায় তিনি বেড়ে ওঠেন একজন আদর্শ জাতীয়তাবাদী দলের কর্মী হিসেবে। পাশাপাশি নোয়াখালী-৫ আসনের প্রয়াত সংসদ সদস্য ও বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদের সঙ্গেও ছিল তাঁর নিবিড় সম্পর্ক। মুজিব কলেজে পড়াশোনার সময়েও তিনি ছাত্রদলের রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন,ছাত্রদলের রাজনীতিতে দলের বিভিন্ন কার্যক্রমে নিজেকে যুক্ত রাখতেন নিষ্ঠা ও দায়িত্ববোধে। ১৯৯৬ সালের রাজনৈতিক অস্থিরতার সময় আওয়ামী প্রভাবশালী মহলের ষড়যন্ত্রে তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়। ফলে এলাকা ছাড়তে বাধ্য হন। ঢাকায় কিছুদিন কাটানোর পর কর্মসংস্থানের প্রয়োজনে পাড়ি জমান সৌদি আরবে। কিন্তু দূর প্রবাসের মাটিতেও থেমে থাকেননি তাঁর দেশপ্রেম, থেমে থাকেনি রাজনীতির স্পন্দন। প্রবাসের মাটিতে গড়ে তোলেন সংগঠন, সংহতি ও সহযোগিতার এক বলয়। তিনি বর্তমানে জাতীয়তাবাদী প্রবাসী কল্যাণ কেন্দ্রীয় কমিটির সিনিয়র সহ-সভাপতি এবং চরপার্বতী জাতী- যতাবাদী প্রবাসী কল্যাণ পরিষদের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। প্রবাস জীবনের ব্যস্ততার মাঝেও তিনি সমাজসেবায় গভীরভাবে জড়িত। অসহায়, দুস্থ ও প্রবাসে বিপদগ্রস্ত কর্মীদের পাশে দাঁড়ানো তাঁর নিত্যদিনের কাজ। সমাজের প্রতি তাঁর এই মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁকে সাধারণ মানুষের প্রিয় করে তুলেছে। রাজু বিশ্বাস করেন,"দল মানে শুধু রাজনীতি নয়, দল মানে মানুষের পাশে দাঁড়ানো।" তাঁর ব্যক্তিজীবনে তিনি প্রচারবিমুখ, তবে আদর্শ ও নীতিতে অনড়। দলের ভেতর কেউ অন্যায় করলে তিনি নীরব থাকেন না,সাহসিকতার সাথে প্রতিবাদ করেন। তাঁর মতে, “দল টিকে থাকে সত্যের উপর, শৃঙ্খলার উপর অন্যায়ের উপর নয়।” এই বিশ্বাস থেকেই তিনি তরুণ প্রজন্মকে আস্থান জানান, শহীদ জিয়া ও শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে। আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি তাঁর প্রিয় দলের প্রতীক ধানের শীষে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন চরপার্বতীর সকল মানুষকে। দলের মনোনীত প্রার্থী মো. ফখরুল ইসলামকে বিজয়ী করতে সকলের ঐক্য ও পরিশ্রমের অনুরোধ করেছেন। রহমত উল্ল্যাহ রাজু আজ শুধু একজন রাজনৈতিক কর্মী নন, তিনি এক প্রেরণা, এক আদর্শ। প্রবাসে থেকেও দল ও সমাজের জন্য যিনি নিজের হৃদয়ের দরজা খোলা রেখেছেন। তাঁর জীবনের প্রতিটি অধ্যায় প্রমাণ করে, রাজনীতি মানে ক্ষমতার লড়াই নয় মানুষ ও দেশকে ভালোবাসার নামই রাজনীতি।চরপার্বতীর মাটির গন্ধে মিশে থাকা এই জাতীয়তাবাদী সৈনিকের জীবনকথা আজও অনুপ্রেরণা জোগায় তরুণদের। তিনি যেন সত্যিই চরপার্বতীর সেই নিভীক সিপাহসালার, যিনি দূর প্রবাস থেকেও মাতৃভূমির মাটিকে ভালোবাসেন নিঃশেষ আত্মার গভীরতায়।



মোঃ হৃদয়
প রি চা ল ক
☎ 01810-128024

বসুরহাট
এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস

এমি/নন এমি ও ২৪ ঘন্টা অগ্নিজননের ব্যবস্থা আছে।

হাসপাতাল গেইট, বসুরহাট, কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী।

01856-873944



জন মানুষের ডাক্তার শাহাদাত হোসেন সাগর সেবা, সততা ও সুনামের এক অনন্য প্রতিচ্ছবি

নবজ্যোতি রিপোর্ট ডেস্ক :

মানুষের জীবনে কিছু নাম থাকে যেগুলো শুধু পরিচয়ের জন্য উচ্চারিত হয় না, সেগুলো উচ্চারিত হয় ভালোবাসায়, শ্রদ্ধায়, আস্থায় এবং কৃতজ্ঞতায়। নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার এমনই এক প্রিয় নাম ডাঃ মোঃ শাহাদাত হোসেন সাগর। তিনি এম.বি.বি.এস (বিসিএস) স্বাস্থ্য ক্যাডারের একজন দক্ষ চিকিৎসক। হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ এবং সম্প্রতি পদোন্নতি পাওয়া একজন সহকারী অধ্যাপক (কার্ডিওলজি)। কিন্তু তার আসল পরিচয় আরও বিশাল তিনি মানবতার ফেরিওয়ালা, অসহায় মানুষের ভরসাঙ্কল, এলাকার মানুষের বাঁচার



যায়, তিনি শুধু চিকিৎসক নন, তিনি সৌন্দর্যপ্রেমী ও শৃঙ্খলাপ্রিয় একজন মানুষ। তার চেম্বার পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যসম্মত ও মানসিকভাবে শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করে। রোগী দেখার সময় তিনি কখনো তাড়াহুড়ো করেন না। প্রত্যেক রোগীর কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ওষুধ এবং জীবনাচরণ সব ব্যাখ্যা করে দেন ধৈর্য নিয়ে। এজন্য রোগীরা বলেন, তার আচরণই অর্ধেক চিকিৎসা। অনেক সরকারি চিকিৎসকের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকে সময়মতো রোগী দেখেন না। কিন্তু ডাঃ সাগর নিয়মিত অফিস শেষে হাসপাতালে কিংবা চেম্বারে

আশার আলো। কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার বসুরহাট পৌরসভার ২নং ওয়ার্ডে এই সাধারণ পাড়াটিতেই জন্ম গ্রহণ করেন ডাঃ সাগর। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন মেধাবী, শান্ত, দায়িত্বশীল এবং স্বপ্নবাজ। চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন একসময় তাকে নিয়ে যায় কঠোর পরিশ্রমের পথে। পরিবারের মূল্যবোধ, মানবসেবার শিক্ষা এবং সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ তাকে গড়ে তুলেছিল এক দৃঢ়চেতা মানুষ হিসেবে। চিকিৎসক হওয়া ছিল তার পেশা বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত, কিন্তু মানুষকে ভালোবাসা এটা ছিল তার জন্মগত গুণ। এম.বি.বি.এস সম্পন্ন করার পর তিনি যোগ দেন বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডারে। এরপর দীর্ঘদিন কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কার্ডিওলজি কনসালটেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সরকারি চাকরিতে অনেকেই নিয়ম কানুনকে গুরুত্ব দেন না, কিন্তু ডাঃ সাগর ছিলেন ব্যতিক্রম। সময়মতো উপস্থিতি, নিয়মিত রোগী দেখা, পরিচ্ছন্ন ও সুশৃঙ্খল চেম্বার, রোগীদের প্রতি সহানুভূতিশীল আচরণ সবকিছু তাকে আলাদা পরিচয় দিয়েছে। ডাক্তার সাগর মানেনই আস্থা। তার রুমে ঢুকলেই ভয় কেটে যায়। এটাই চিকিৎসকের প্রথম অর্জন আস্থা। অনেক চিকিৎসকের নামের সঙ্গে স্বার্থ জড়িত থাকে, কিন্তু ডাঃ সাগরের নাম উচ্চারিত হয় নিঃস্বার্থতার গল্প হিসেবে। হাজার হাজার রোগীকে তিনি বিনামূল্যে চিকিৎসা দিয়েছেন। কারণও পরীক্ষার খরচ নেই, তিনি নিজেই পরিশোধ করেছেন। কারণও ওষুধ কেনার টাকা নেই, নিজেই কিনে দিয়েছেন। মানুষ বলে, তিনি শুধু প্রেসক্রিপশন দেন না, সাথে দেন সাহস। হার্ট অপারেশন ও রিং পরানো যেখানে তিনি হয়ে ওঠেন স্বর্গদূত। হৃদরোগের চিকিৎসা ব্যয়বহুল। গরীব মানুষের পক্ষে হার্টের রিং পরানো বা অপারেশন করানো প্রায় অসম্ভব। কিন্তু এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন ডাঃ সাগর। অনেক অসহায় মানুষের হার্টে রিং স্থাপনের সম্পূর্ণ খরচ তিনি নিজে বহন করেছেন। কাউকে অপারেশন করিয়েছেন কোনো অর্থ ছাড়াই। এইসব কাজে তিনি কখনো প্রচার চাননি, চাননি সম্মাননা চেয়েছেন শুধু মানুষের সুস্থতা। কোম্পানীগঞ্জের শত শত পরিবার গর্বের সঙ্গে বলে, আল্লাহর দয়ায় আমাদের ডাঃ সাগর সাহেবের উসিলায় চিকিৎসা পেয়ে আজ আমাদের প্রিয় মানুষটি আমাদের কাছে আছে। ডাঃ সাগরের চেম্বারে প্রবেশ করলেই বোঝা

রোগী দেখেন পুরো মনোযোগ দিয়ে। সময়ের প্রতি তার যত্ন, রোগীর প্রতি তার সম্মান এই দুটি গুণ তাকে সাধারণ চিকিৎসকের বাইরে আলাদা এক উচ্চতায় তোলে। সম্প্রতি তিনি সহকারী অধ্যাপক (কার্ডিওলজি) পদে পদোন্নতি লাভ করেছেন। এটি শুধু একটি চাকরির পদোন্নতি নয়, এটি তার নিষ্ঠা, দক্ষতা ও মানবিকতার স্বীকৃতি। তার এই পদোন্নতি-তর সংবাদ যখন এলাকাবাসীর কাছে পৌঁছে, পুরো কোম্পানীগঞ্জ জুড়ে আনন্দের রেশ ছড়িয়ে পড়ে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে, সাধারণ মানুষের কথায়, সহকর্মীদের শুভেচ্ছায় সবখানে এক অভিন্ন বাক্য এ সাফল্য তার প্রাপ্য। তিনি আরও এগিয়ে যাবেন। কারণ মানুষ জানে একজন সৎ, পরিশ্রমী ও মানবিক মানুষ প্রচেষ্টার ফল একদিন পেতেই হয়। কারণ তিনি শুধু ডাক্তার নন, তিনি মানুষের বন্ধু। ডাঃ সাগরকে আলাদা করে তোলে তার ভেতরের সত্তা যেখানে আছে, মানবিকতা, দায়িত্ববোধ, নীতিবোধ, পেশার প্রতি শ্রদ্ধা মানুষের প্রতি সহানুভূতি, তিনি কখনো মানুষকে টাকা দিয়ে মাপেননি। তিনি মাপেন তাদের কষ্ট দিয়ে, তাদের অসহায়ত্ব দিয়ে, তাদের দুঃখ দিয়ে। একজন রোগী তাকে বলেছিলেন আপনার মতো ডাক্তার থাকলে গরীব মানুষ আর ভয় পাবে কেন? হাসপাতালে শিশুর কান্না, প্রবীণের হৃদস্পন্দন, মায়ের উদ্বেগ সবই তিনি নিজের মতো করে অনুভব করেন। এমন একজন মানুষকে মানুষ ভুলে যায় না। তাই তার নাম আজগুহে গৃহে, চায়ের দোকানে হাসপাতালের পথে, মসজিদের সামনে সবখানে শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়। আলোকিত মানুষের পরিচয় কখনো হারায় না। ডাঃ মোঃ শাহাদাত হোসেন সাগর, একজন চিকিৎসক থেকে বড় হয়ে ওঠা একজন মানুষ, আলোকিত বিবেকের ধন, অসহায় মানুষের সহায়, হৃদরোগীদের রক্ষক, আর মানবতার এক অবিচল পথযাত্রী। এই ব্যস্ত পৃথিবীতে এমন নিঃস্বার্থ মানুষ খুব কম। তাই তার সাফল্য শুধু তার নয়, তার প্রতিটি রোগীর, প্রতিটি পরিবারের, প্রতিটি মানুষের। নব জ্যোতি পরিবার প্রার্থনা করে, তিনি যেন আরও সাফল্যের পথে এগিয়ে যান, আরও মানুষের সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দেন, তার সুস্থতা ও শান্তি যেন দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়। কারণ তিনি শুধু ডাক্তার নন, তিনি মানবতার ফেরিওয়ালা, এই সমাজের এক উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা।

মানবতার উজ্জ্বল প্রদীপ ডাঃ এ. এন. এম. মনিরুজ্জামান:



নব জ্যোতি রিপোর্ট ডেস্ক:

নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার মানুষ যে নামটির ওপর অগাধ বিশ্বাস ও ভালোবাসা রাখে, তিনি ডাক্তার এ. এন. এম. মনিরুজ্জামান। নীরব স্বভাব, সহজ-সরল চলাফেরা, ভদ্রতা আর মানবতার সেবায় নিবেদিত এই মানুষটি শুধু একজন চিকিৎসক নন, তিনি মানুষের ভরসার ঠিকানা, সেবার প্রতীক এবং সন্তানের অসুস্থতায় অভিভাবকদের আশার আলো। ডাঃ মনিরুজ্জামান এম.বি.বি.এস, (বি.সি.এস) ডি.সি.এইচ ও এম.ডি (শিশু স্বাস্থ্য) ডিগ্রিধারী একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। তিনি দীর্ঘদিন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, কোম্পানীগঞ্জে কনসালটেন্ট (শিশু) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। পেশার প্রতি তার নিষ্ঠা, সময়নিষ্ঠা এবং দক্ষতা তাকে চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিশেষ পরিচিতি এনে দিয়েছে। সম্প্রতি তিনি “সহকারী অধ্যাপক (শিশু)” পদে পদোন্নতি পেয়েছেন। এই উন্নতি কেবল ব্যক্তিগত অর্জন নয়; বরং এটি তার বহুরের পর বছর ধরে নিরলস পরিশ্রম, মানবিক দায়িত্ববোধ এবং শিশুস্বাস্থ্য সেবায় অসামান্য অবদানের একটি স্বর্ণাঙ্কুর লেখা স্বীকৃতি। সহকর্মী, রোগীর পরিবার থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ সবাই এই পদোন্নতিকে আন্তরিক অভিনন্দনে সিক্ত করেছেন। শিশু রোগের চিকিৎসা শুধু পড়াশোনায় নয় ধৈর্য, মমতা, বোঝাপড়া ও মানবিকতার এক বিশেষ সমন্বয় দাবি করে। ডাঃ মনির সেই সমন্বয়ের এক জীবন্ত উদাহরণ। তার কাছে আসা প্রতিটি শিশু রোগী পায় স্নেহ, ভরসা ও নিরাপত্তার অনুভূতি। অভিভাবকরা তাকে শুধু চিকিৎসক নয়, বরং সন্তানের স্বাস্থ্যের অভিভাবক হিসেবে মনে করেন। তিনি চিকিৎসাকে কখনো পেশা হিসেবে দেখেননি; বরং দেখেছেন দায়িত্ব, মানবসেবা এবং এক পবিত্র অঙ্গীকার হিসেবে। কোম্পানীগঞ্জে আশপাশের এলাকায় রোগীর জন্য যেকোনো সময় ডাকলে তিনি সাড়া দিয়েছেন। গভীর রাত, ঝড় বৃষ্টি, দূরত্ব কিছুই তাকে থামাতে পারেনি। অসহায় রোগীর চিকিৎসা খরচ বহন করা থেকে শুরু করে দূর-দূরান্তের অভিভাবকদের পাশে দাঁড়ানো এসব তিনি করেছেন নিঃস্বার্থভাবে। গরীব মানুষের ডাক্তার হিসেবে তিনি বিশেষ পরিচিত। তার বিনয়ী চরিত্র, মিশুক স্বভাব এবং পরোপকারীতাই তাকে আরও উজ্জ্বল করেছে। চিকিৎসা দক্ষতার পাশাপাশি তার ব্যক্তিত্বও সমানভাবে অনুকরণীয়। তিনি নিরহংকারী, ভদ্র ও মার্জিত মানবিক মূল্যবোধে দৃঢ়তা সম্পন্ন। মানুষের কষ্ট নিজের মতো করে অনুভব করতে সক্ষম সর্বজনের কাছে তাই সম্মান সহজ প্রাপ্য। এই গুণগুলোই তাকে একজন সফল চিকিৎসকের পাশাপাশি একজন উত্তম মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতির মাধ্যমে তার সামনে এখন আরও বড় দায়িত্ব, আরও বড় ক্ষেত্র উন্মুক্ত হলো। দেশে শিশুস্বাস্থ্য উন্নয়নে, ভবিষ্যৎ চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণে এবং গবেষণামূলক কাজে তিনি নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন। এমনই প্রত্যাশা নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জের মানুষের। তার অগ্রযাত্রা আগামী দিনগুলোতে আরও আলোকিত হবে বলে সবাই বিশ্বাস করে। ডাঃ এ. এন. এম. মনিরুজ্জামান স্যার মানুষের সেবায় নিজেকে যেমন নিবেদন করেছেন, ভবিষ্যতেও তেমনি আলোর পথ দেখাবেন এটাই সবার আশা। মহান আল্লাহ যেন তাকে নেক হায়াত, সুস্বাস্থ্য ও কাজের বারাকাহ দান করেন।

গাইনি, প্রসূতি, বক্ষ্যাত্ত্ব রোগ বিশেষজ্ঞ সার্জন

ডাঃ ফারিয়া সুলতানা



এম.বি.বি.এস, এফ.সি.ফি.এস (গাইনি এন্ড অবস্)
ডি.এস.ইউ (আলট্রাসাউন্ড)
বি.এম.ডি.সি রেজি নং- ৫৬৩১১
রেজিস্ট্রার, ল্যাব এইড হাসপাতাল

মেডিনোভা মেডিকেল সেন্টার

হাসপাতাল রোড, কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী।

সাক্ষাত
প্রতি শুক্রবার
সকাল ১০ টা- বিকাল ৫টা

☎ 01812-139507, 01306-572426



ডাঃ মোহাম্মদ ওমর ফারুক

মেডিসিন, নবজাতক শিশু রোগে অভিজ্ঞ চিকিৎসক
এম.বি.বি.এস (শিশু স্বাস্থ্য) পি.জি.এন (শিশু পুষ্টি) আমেরিকা
প্রাক্তন মেডিকেল অফিসার
চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন হাসপাতাল (NICU & PICU)
বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল হাসপাতাল। চট্টগ্রাম।
বি.এম.ডি.সি রেজিঃ ১১৬৫২৪

Chamber:

বসুরহাট নার্সিং হোম

এম.এম. ভিউ হাসপাতাল রোড বসুরহাট, কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী।



সাক্ষাতঃ শনি- বুধবার ১০ টা - দুপুর ১ টা, বিকাল ৫ টা - রাত ৯টা পর্যন্ত।

নূরে হিদায়তের আলোয় 'রহমানিয়া মাদরাসা'

ছেলে রফিকুল ইসলাম ২ শতাংশ ও ছোট ছেলে মুহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন দান করেন ২ শতাংশ জমি। মরহুমের দানের প্রথম জমিতেই দাঁড়িয়ে যায় রাহমানিয়া মাদরাসার প্রথম কক্ষ।টিনের ছাউনি, মাটির মেঝে, আর কয়েকজন নিরলস সাধনার শিক্ষক,তবুও তিল তিল করে এগোতে থাকে প্রতিষ্ঠানটি। তার পুএ মুহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন আজ চরপার্ৱতী মেহেরুননেছা উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক।তিনি এ প্রতিবেদকে জানান,আমার বাবা জীবনের সবটুকু দ্বীনের জন্য দান করেছেন। তাঁর পথ আমরা শুধু অনুসরণই করবো না,মৃতুর আগ পর্যন্ত মাদরাসার সেবা করে যাবো,এটাই আমাদের অঙ্গীকার।আমাদের প্রজন্ম তার এ খেদমত ধারাবাহিকতা বজায় রাখবে। ২০০৪ সালে সূচনালগ্নে মাত্র কয়েকজন ছাত্রছাত্রী নিয়ে যাত্রা শুরু হলেও,আজ মোট শিক্ষার্থী ৫৫০ জন, যার মধ্যে আবাসিকে ২০০ জন, অনাবাসিক ৩৫০ জন।নুরানী ও ইবতেদায়ী বিভাগে অধ্যয়নরত ৪২০ জন,হিফজ বিভাগে পড়ছে ১৩০ জন। এই সংখ্যাগু-লা কেবল পরিসংখ্যান নয়,এগুলো প্রমাণ একটি ছোট গ্রামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও জাতীয় মানে পৌঁছাতে পারে,যদি নীতিনিষ্ঠা,নিয়মানুবর্তিতা, মানসম্মত পাঠদান এবং সঠিক পরিচালনা থাকে। প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষা পরিচালনায় আছে নুরানী বিভাগ : যাহা বাংলাদেশ নূরানী তালিমুল কুরআন বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত,আছে হেফজ বিভাগ : বাংলাদেশ হুফফাজুল কুরআন ফাউন্ডেশন কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত, নুরানীতে তৃতীয় জামাত পর্যন্ত, আছে ইবতেদায়ী শাখায় ৪র্থ-৫ম শ্রেণি পর্যন্ত নিয়মিত পাঠদান হয়। এখানে আছে প্রশিক্ষন প্রাপ্ত শিক্ষক নুরানীতে ক্লাস নেয় ১৩ জন শিক্ষক। হিফজ বিভাগে ক্লাস নেয় ৬ জন শিক্ষক। এ ছাড়াও আবাসিক ছাত্রদের দেখাশোনা, বোডিং, ডাইনিং খাবার তদারকি সহ মোট ২১ জন স্টাফ কর্মরত আছেন। এই মানবসম্পদ একটি গ্রামের ছোট প্রতিষ্ঠানের জন্য অত্যন্ত শক্তিশালী। মাদরাসায় আছে সুন্দর নিজস্ব ভবন,ও প্রাকৃতিক মনো রম সুন্দর পরিবেশ, একটি ৪ তলার একাডেমিক ভবন। আছে তিন তলা বিশিষ্ট একটি ভবন। একাডেমিক কার্যক্রমের জন্য নেয়া হয়েছে আলাদা ভাড়াঘর, ক্লাসরুম গুলিতে আছে পর্যাপ্ত আসবাবপত্র। সার্বক্ষণিক সিসি ক্যামেরা নজরদারি ব্যবস্থা। ছাত্রছাত্রীদের আছে নিদিষ্ট ড্রেসকোড, ইউনিফর্ম, পরিচয়পত্র। দূরের শিক্ষার্থী-দের জন্য গাড়ির ব্যবস্থা,সব মিলিয়ে মানসম্মত শিক্ষা পরিবেশ। এই সব মিলেই মাদরাসাটি ২০২৩ সালে বৃহত্তর নোয়াখালীর শ্রেষ্ঠ নুরানী প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচিত হয়।বাংলাদেশে হেফজ সম্পন্ন করতে সাধারণত ২-৩ বছর সময় লাগে। কিন্তু এখানকার এক ছাত্র জাহেদ মাত্র ৭ মাসে কোরআন হেফজ সম্পন্ন করে নজির স্থাপন করেছে। এটি শুধু ব্যক্তিগত কৃতিত্ব নয়,এটি প্রতিষ্ঠানটির ধারাবাহিক প্রচেষ্টা ,নিয়মিত কঠোর শৃঙ্খলা এবং উৎকৃষ্ট শিক্ষকতার বহিঃপ্রকাশ। হিফজের ক্ষেত্রে এমন দ্রুততা কখনোই তাড়াহুড়া নয়, এটি হয় তখনই,যখন পরিবেশ, নিয়মানুবর্তিতা ও মানসম্পন্ন তত্ত্বাবধান পরস্পরকে সমর্থন করে। দীর্ঘ ২১ বছরে এ প্রতিষ্ঠান হতে প্রায় ৫০০ জন হাফেজ তাদের কুরআন হেফজ শেষ করেন, প্রতিষ্ঠানের প্রধান বলেন,এই ৫০০ জন হাফেজ আজ আলোক বাহক হয়ে সমাজে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রায় দুই হাজার নুরানী বিভাগের উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী মানে, শিশু ছাত্রটি স্বচ্ছ উচ্চারণে,আদব-আখলাকসহ কোরআন শিক্ষার মৌলিক ভিত্তি পেয়েছে। এই সংখ্যার মাধ্যমে বোঝা যায় রাহমানিয়া শুধু একটি প্রতিষ্ঠান নয়,এটি নীরবে একটি প্রজন্ম গড়ে তুলছে। মাদরাসার মোহতামিম ও পরিচালক আল হাজ্ব হাফেজ ইয়াসিন সাহেব এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, বর্তমানে চরপার্ৱতীর এলাকায় দেখা যাচ্ছে বেশ কয়েকটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে। অনেক প্রতিষ্ঠানের নেই সঠিক নিয়মনী-তি,নেই একাডেমিক কাঠামো, নেই পর্যাপ্ত ভবন, নেই যোগ্য শিক্ষক।ফলে শিক্ষার্থীরা বিভ্রান্ত হয়,পিতামাতারা নানা প্রতিষ্ঠানের মাঝে সিদ্ধান্তহীন-তায় পড়ে। মাদরাসার প্রধান আরোও বলেন,শিক্ষার মানের জায়গায় কখনো আপস করিনি নিয়ম, শৃঙ্খলা, পাঠদানে সততা এগুলোই আমাদের সাফল্যের মূলে। এ কথা সত্য।মানহীন শিক্ষাপ্রি-তষ্ঠান যতই বাড়ুক, মানসম্পন্ন শিক্ষা সবসময়ই টিকে থাকে,এটি দেশের শিক্ষানীতি ও বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে অসংখ্যবার প্রমাণিত। সরেজমিনে দেখা যায়, মাদরাসাটিতে ছাত্রছাত্রীদের জন্য ড্রেস

কোড,পরিচয়পত্র,উপস্থিতি, মনিটরিং,অভিভাবক যোগাযোগের সুন্দর ব্যবস্থাপনা। বার্ষিক পুরস্কার ব্যবস্থা,কোরআন তিলাওয়াত ও হিফজ প্রতিযোগিতা-া,আবাসিক শিক্ষার্থীদের কঠোর তত্ত্বাবধান,সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে ২৪ ঘণ্টার নজরদারি এসব মিলে শিক্ষার্থীরা এমন এক পরিবেশে বেড়ে ওঠে, যেখানে শৃঙ্খলা তাদের মজ্জাগত হয়ে যায়। একজন অভিভাবক বলেন,এখানে ভর্তি করানোর পর আমার সন্তানের আচরণ, পড়াশোনা,সবকিছুতে পরিবর্তন এসেছে। এখানে নিয়মিত পাঠদান হয়, শাসন হয়,আছে স্নেহ। এটাই যে একটি ভালো প্রতিষ্ঠানের লক্ষণ। প্রতিষ্ঠানটির বার্ষিক আয় প্রায় ৯০ লাখ টাকা, এটি একটি গ্রামের প্রতিষ্ঠানের জন্য শক্তিশালী আর্থিক কাঠামো।যেখানে কোনো বিলাসিতা নেই, অপচয় নেই, রাহমানিয়ার ব্যয় হয় শিক্ষকদের বেতন, শিক্ষাসামগ্রী, ভবন রক্ষণাবেক্ষণ, ছাত্রকল্যাণ, আবাসিক ব্যবস্থাপনা ইত্যাদিতে।সুস্পষ্ট আর্থিক ব্যবস্থাপনা একটি প্রতিষ্ঠানের টিকে থাকার অন্যতম ভিত্তি এখানে সেই ভিত্তিটি দৃঢ়। মাদরাসায় কার্যকরী কমিটিতে আছে ১৩ জন সদস্য,সভাপতি হলেন ,২ নং চরপার্ৱতী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কাজী হানিফ আনসারী। একটি প্রতিষ্ঠা-নের উন্নয়নে পরিচালনা কমিটি শুধু কাণ্ডজে পদ নয়,এরা নীতি, দিকনির্দেশনা, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সবকিছুর অভিভাবক। প্রতিষ্ঠানের মোহতামিম আল হাজ্ব হাফেজ ইয়াসিন সাহেব নব জ্যোতি প্রতিনিধিকে বলেন,আমাদের উদ্দেশ্য শুধু শিক্ষা নয়,আমাদের উদ্দেশ্য দ্বীনের খেদমত ও সমাজ গঠন। আজ যেসব শিক্ষার্থী হাফেজ হয়ে বের হচ্ছে,তারা শুধু মসজিদের ইমাম নয়,অন্য পেশাতেও যোগ দিচ্ছে শিক্ষক, কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী- ,কিন্তু গড়ে উঠছে দ্বীনের আলো নিয়ে।এই আলোই সমাজকে দিক নির্দেশনা দেয়।প্রতিষ্ঠানটি এখন উন্নত একাডেমিক ভবন, আধুনিক কারিকুলাম,ই-লার্নিং ভিত্তিক নূরানী ক্লাস, বড় পরিসরে ইবতেদায়ী শাখা হিফজ বিভাগে আন্তর্জা-িতক মান কোরআন রিসার্চ সেন্টার, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এ সব পরিকল্পনার দিকে এগোচ্ছে।যে বীজ ২০০৪ সালে রোপণ হয়েছিল,তা এখন বিশাল বৃক্ষ। ইতিহাস সাক্ষী যেখানে কোরআনের আলো পৌঁছায়, সেখানে অন্ধকার স্থায়ী হয় না।রাহমানিয়া মাদরাসা আজ ২১ বছরেএকটি গ্রামের শিক্ষাবিপ্লব,একটি পরিবারের ইবাদতের ফল,একটি প্রজন্মের পরিবর্ত-নের কারিগর। হাদিসে রাসূল বলেছেন,যে কোনো পথে জ্ঞান অর্জনের জন্য চলবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।রাহমানিয়া মাদরাসা এ পথেরই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ প্রতিষ্ঠানের উত্থান, সংগ্রাম, আত্মত্যাগ ও সাফল্য সব মিলিয়ে এটি আজ বৃহত্তর নোয়াখালীর একটি আইকনিক ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।এ যেন গ্রামের বুকের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা এক আলোর মিনার যার আলো ভবিষ্যতেও পথ দেখাবে হাজারো শিশুকে। পরিশেষে বলতে হয়,আজ ২১ বছরের মাথায় দাঁড়িয়ে মাদরাসাটি যেন বলছে,আমি ছিলাম একটি ছোট আলো।আজ আমি এক আলোকমালা।আর আমার আলো একদিন ছড়িয়ে পড়বে পুরো প্রজন্মজুড়ে। কোরআনের সেই প্রথম নির্দেশ,"পড় আর জেনে নাও" আজ রাহমানিয়ার প্রতিটি দেয়ালে লেখা। এটাই রাহমানিয়া নুরানী ও হেফজ মাদরাসার গল্প, আলোকিত মানুষ তৈরির কারখানা।যাহা সংগ্রামের, আশার, এবং আল্লাহর জমিনে তার ওহী বানী তৌহিদের নিশানা ধারণকারীদের গল্প।

মৌলভীবাজার স্পোর্টিং ক্লাব

আর মানবতার নির্মল বাতিঘর। ২০২১ সালের ১ জানুয়ারি।নতুন বছরের প্রথম দিনের প্রথম আলো যখন চরপার্ৱতীর মাটিতে পড়ে সেই আলোর সঙ্গে সঙ্গে জন্ম নেয় একটি সংগঠন, একটি স্বপ্ন, একটি যাত্রা। যে ক্লাবের নামকরনের পেছনে ছিলেন,সৌদি আরব প্রবাসী আলা উদ্দিন মুন্নাএবং আব্দুর রহিম হুদয়। তাদের বিশ্বাস ছিল, একটি তরুণ দল যদি সং থেকে কাজ করে,তবে পুরো জনপদের ভাগ্য বদলে যেতে পারে। ক্লাবটি শুরু হয় খুব ছোটভাবে দুই বা একজন তরুণ নিয়ে।কিন্তু স্বপ্ন ছিল বিশাল। তারা বুঝেছিল মানুষকে সাহায্য করা, সমাজকে সচেতন করা,ক্রীড়ার মাধ্যমে তরুণদের মাদক ও অপরাধ থেকে দূরে রাখা। এটাই হবে তাদের প্রথম দায়িত্ব।এভাবেই শুরু হয় মৌলভীবাজার স্পোর্টিং ক্লাবের মানবিক মহাকাব্য। চরপার্ৱতী এমন এক প্রাকৃতিক জনপদ যেখানে নদী যেমন জীবন দেয়,ঠিক তেমনি নিয়ে যায় জীবনের সবচেয়ে

মূল্যবান সম্পদ।তবুও মানুষের মনে আছে অসীম স্থিতিস্থাপকতা। সেই মানুষগুলোর জন্য কিছু করার তাড়নায় তরুণেরা হাত বাড়িয়ে দিল।কারণ তারা বিশ্বাস করত যেখানে মানুষ আছে, সেখানে আলো পৌঁছাতেই হবে। তাদের স্বপ্ন শুধু একটি ক্লাব গড়া নয়,বরং একটি জনপদকে নতুন করে সাজানো,এবং তার প্রতিটি মানুষকে উন্নয়নের স্রোতে যুক্ত করা। মসজিদে সেবার আলো নীরব দানশীলতার সোনািল রেখা, সামাজিক সেবার প্রথম পদক্ষেপ আসে মৌলভীবাজার জামে মসজিদ থেকে। ক্লাবটি বুঝেছিল মসজিদ একটি সমাজের কেন্দ্রবিন্দু। এখানে মানুষের মন এক হয়,হৃদয় পরিচ্ছন্ন হয়, আর এখান থেকেই শুরু হয়, সততা ও মানবিকতার শিক্ষা। তাই ক্লাবটি করল,ফিল্টার পানি কুলার স্থাপন, জুতার র‍্যাক, খুতবার বক্তব্য মঞ্চ, দোয়ার ব্যানার প্রতি শুক্রবার নিয়মিত মসজিদ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম। এই ছোট ছোট কাজগুলো শুধু কাজ নয় এগুলো মানুষের হৃদয়ে দাগ কাটে।কারণ ক্লাবটি দেখিয়েছে সত্যিকারের সেবা কখনো প্রচার চায় না। নীরবে করা সেবাই সবচেয়ে বড় সেবা। ২০২৪ সালের ভয়াবহ বন্যায় ভারতের ডেথু বাঁধ খুলে দিলে দু’পাড়ের গ্রামগুলো প্রাবিত হয়ে পড়ে। চরপার্ৱতী, সোনাগাজীর চরসাহাভিকারী অসংখ্য পরিবার ঘরছাড়া, হতাশ, ক্ষুধার্ত, ভাসমান। এই সময়ে ক্লাবটি দাঁড়িয়ে গেল মানুষের পাশে। তারা শুকনো খাবার দিল,বস্ত্র দিল,ওষুধ দিল, সাহায্য দিল নিজের সন্তানের মতো।কেউ না বললেও তারা জানত এটাই তাদের দায়িত্ব।এটাই মানবতার কাজ।মানুষ বাঁচাতে পারাই মানবতার সর্বোচ্চ ধর্ম।এই বন্যায় ক্লাবটির ভূমিকা চরপার্ৱতীর মানুষের হৃদয়ে গভীর শ্রদ্ধার আসন গড়ে দিয়েছে। কন্যাদায় গ্রন্থদের পাশে সহযোিগতার হাত বাড়িয়ে সামাজিক মানবতায় নতুন অধ্যায়ের সূচনায় চরপার্ৱতীর ৭, ৮ ও ৯ নম্বর বিয়ে দিতে গিয়ে অর্থের অভাবে অসহায় হয়ে পড়ে। মৌলভীবাজার স্পোর্টিং ক্লাব তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে একটি পরিবারের মতো।ক্লাব সদস্যরা বলেন, মানুষের মুখে হাসি ফুটলে,তাতেই আমাদের সার্থকতা। এছাড়া রোগীদের চিকিৎসার জন্য অর্থদান,জরুরি সহায়তা,মাদরাসার দরিদ্র ছাত্রদের অনুদান সব মিলিয়ে ক্লাবটি একটি মানবিক সুরক্ষা বর্ম। ক্রীড়ার মাঠে সংগ্রাম ও সাফল্য প্রজন্মের শক্তিকে জাগানো ক্লাবটির মূলমন্ত্র ‘ক্রীড়াই শক্তি, ক্রীড়াই বল’ ‘স্বাস্থ্য সকল সুখের মূল’এ শুধু শ্লোগান নয়।এটি এক জীবন দর্শন। ক্রীড়া শুধু শরীর গঠন করে না,তরুণদের নৈতিক শক্তি, দলগত সংহতি,শৃঙ্খলা ও আত্মবিশ্বাস দেয়। ক্লাবের মাঠে বারবার প্রমাণ মিলেছে,মাঝির টেকে ক্রিকেট টুর্নামেন্টে প্রাইজমানি, বটতলা টুর্নামেন্টে সাফল্য,মিয়াজি পাড়া ফুটবলে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন,ক্লাবের প্রতিটি জয় যেন চরপার্ৱতীর বুকের মাঠে,নতুন ফসলের সবুজের মতো উৎসারিত। নেতৃত্ব ও সংগঠনে একতা, শৃঙ্খলা, দায়িত্ববোধের পাঠ মৌলভীবাজার স্পোর্টিং ক্লাব আজ যে অবস্থানে তার মূল কারণ শক্তিশালী নেতৃত্ব। ক্লাবের নেতৃত্বে আছেন,সভাপতি, রহমত উল্লাহ রাজু, সিনিয়র সহ-সভাপতি, আব্দুল মোতালেব, সাধারণ সম্পাদক, আলমগীর শিমুল এবং ১৫ সদস্যের দক্ষ কমিটি ব্যক্তির নাম পদবী যারা আছেন,

১.সভাপতি: রহমত উল্লাহ রাজু (সৌদি প্রবাসী)
২.সিনিয়র সহ-সভাপতি: আব্দুল মোতা-লেব(বিশিষ্ট ব্যবসায়ী)
৩.সহ-সভাপতি: সাইফুল ইসলাম(যুব উন্নয় সমাজ সেবক)
৪.সাধারণ সম্পাদক: আলমগীর শিমুল (আমেরিকান প্রবাসী)
৫.যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক: সারোয়ার সুমন(যুব উন্নয়ন সমাজসেবক)
৬.সাংগঠনিক সম্পাদক: ফিরোজ আলম(যুব উন্নয়ন সমাজসেবক)
৭.যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক: আবুল হাসনাত রাজু (তরুণ ছাত্র)
৮.কোষাধ্যক্ষ: মাহমুদুল হক সুমন(সমাজসেবক)
৯.সহ কোষাধ্যক্ষ: ওলিউল্ল্যাহ (শাহিন)
১০.দপ্তর সম্পাদক: হাফিজুল্ল্যাহ (হাফেজ)
১১.সমাজক-ল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক: আরিফুল রহমান (সাবেক সৌদি প্রবাসী)
১২.ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক: ইউসুফ হুদয় (CTG)
১৩.সহ ক্রীড়া সম্পাদক: জাহিদুল ইসলাম (শুভ)
১৪.প্রচার সম্পাদক: আব্দুর রহিম(হুদয়)(সাবেক ওমান প্রবাসী)

১৫.সহ-প্রচার-সম্পাদক:ওলী উলু যাহ শাহীন(তরুণ ক্রীড়াবিদ)
প্রতিটি সদস্যের দায়িত্বে আছে উপদেশের বার্তা ব্যক্তিরা,যেমন একটি পরিবারে যেমন থাকে অভিভাবক, তেমনই উপদেষ্টা মন্ডলী ১৭ জন,দেশ বিদেশে অবস্থান করলেও তাদের হৃদয় বাঁধা এই ক্লাব ও মাটির সাথে। উপদেষ্টা মন্ডলী দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি পরিচি-তি: ১.প্রধান উপদেষ্টা :কবি আবুল হোসেন সিরাজী
২.উপদেষ্টা: সফি উল্লাহ(সরকারি চাকুরিজীবী)
৩.উপদেষ্টা: জামাল হক (বিশিষ্ট সমাজসেবক)
৪.উপদেষ্টা: কাজিম উদ্দিন(বিশিষ্ট সমাজ সেবক
৫. উপদেষ্টা:আব্দুল কাইয়ুম(কাতার প্রবাসী)
৬.উপদেষ্টা: হুদয় মজুমদার (রোমানিয়া প্রবাসী)
৭.উপদেষ্টা:জাহিদুল ইসলাম বিজয়(সৌদি প্রবাসী)
৮.উপদেষ্টা: আবু সাঈদ(আমেরিকান প্রবাসী)
৯.উপদেষ্টা: আবু সুফিয়ান (আমেরিকান প্রবাসী)
১০.উপদেষ্টা:নুর আলম(কুয়েত প্রবাসী)
১১.উপদেষ্টা:আবু সাঈদ(পোল্যান্ড প্রবাসী)
১২.উপদেষ্টা: হুমায়ুন কবির(ওমান প্রবাসী)
১৩. উপদেষ্টা: রিয়াজ আহমেদ রিয়াজ(ইতালি প্রবাসী)
১৪.উপদেষ্টা: সুমন (সৌদি প্রবাসী)
১৫.উপদেষ্টা: মোঃ মামুন (সৌদি প্রবাসী)
১৬.উপদেষ্টা: আরিফুল ইসলাম (শাওন) (তরুণ ছাত্র ও ক্রীড়া প্রেমিক)
১৭.উপদেষ্টা:মেহেদী হাসান মিলন (বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বিশেষ অর্থদাতা,৯ জন এরা হলো নীরব সমর্থক, আলোর জোগান দাতা,সমাজ পরিবর্ত-নের কর্মী। বিশেষ অর্থদাতাদের ব্যক্তির পরিচয়:
১.আবু সায়েদ(আমেরিকান প্রবাসী)
২.জাহিদুল ইসলাম বিজয় (সৌদি আরব প্রবাসী)
৩.আলম-গীর শিমুল (আমেরিকান প্রবাসী)
৪.হুদয় মজুমদার (রোমানিয়া প্রবাসী)

৫.আবু সাঈদ (পোল্যান্ড প্রবাসী)
৬.মাহফুজুর রহমান মাহফুজ (কুয়েত প্রবাসী)
৭.সাইফুল ইসলাম (কাতার প্রবাসী)
৮.মোঃ অন্তর (ডুবাই প্রবাসী)
৯.ইউনুস নবী (সবুজ)(সৌদি আরব প্রবাসী মোট সদস্য ৮৮ জনের একটি বিশাল বহর ও পরিবারের একটি মানবিক সেনাবাহিনী।
নীতিমালাতে সং পথে চলার অটল শপথ, ক্লাবের নীতি কঠোর,কেউ মাদক গ্রহণ করলে, কেউ অসামাজিক কাজে জড়ালে, কেউ রাষ্ট্রবিরোধী কাজে লিপ্ত হলে। তার সদস্যপদ বাতিল।কারণ ক্লাবের প্রথম শর্ত সত্য, সততা, নীতি ও মানবিকতা। একজন মানুষকে সং রাখাই সমাজকে সঠিক পথে নেওয়ার প্রথম শিক্ষা।প্রতি-কূলতার চেউ হাসাহাসি, কটুক্তি পেরিয়ে দৃঢ়তার জয়ের গল্প, শুরুতে তাদের নিয়ে হাসাহাসি হয়েছিল। অনেকে বলেছিল এগুলো টিকবে না।কাজ করে কি হবে?কিন্তু তারা জানত মানুষের কল্যাণের কাজ কখনো সহজ হয় না। তবুও তারা টিকে থাকল। স্থির রইল।কারণ তাদের হৃদয়ে ছিল কারো জন্য কিছু করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা।
ভবিষ্যতে অসীম যাত্রার স্বপ্ন, পরিকল্পনা ও প্রতিজ্ঞা ক্লাবের স্বপ্ন দীর্ঘ, কোম্পানীগঞ্জের ১ নম্বর সামাজিক ক্রীড়া সংগঠন হওয়া। সরকারি নিবন্ধ-নের চেষ্টায় অব্যহত রাখা। এ ছাড়াও রক্তদান কর্মসূচিতে সদস্যদের রক্ত দান, অসহায়দের জন্য স্থায়ী তহবিল গঠন,ক্রীড়া একাডেমি, মানবিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা, পলিসি গ্রহন, তাদের এই আশা,বিশ্বাস,স্বপ্ন যত বড়, পথ তত বড়। মানবতার পথে এগিয়ে চলা মৌলভীবাজার স্পোর্টিং ক্লাব আজ শুধু একটি ক্লাব নয়,এটি একটি আলোর পথযাত্রা।একটি স্বপ্নের বহনকারী দল।একটি জনপদের আশা। তারা বলে,আমাদের গন্তব্য বহুদূর।আমরা মানবতার পদযাত্রী,ন্যায়ের পক্ষে অটল।এ যাত্রা থামার নয়। এ যাত্রা চিরন্তন।এ যাত্রা নতুন প্রজন্মের জন্য এক অনুপ্রেরণার বাতিঘর। নদীবিদ্যৌত চরপার্ৱতীর বুকে উঠেছে আলো নতুন, তরুণরা জেলে দিয়েছে আশা, করেছে মানবতার সংগঠন।
কবির ভাষায়,
মাঠে শিশির, খেলায় স্বপ্ন
সেই স্বপ্নে জীবন গড়ে,
সেবা যখন হৃদয়ে থাকে,
সমাজ তখন বদলায় পড়ে।
তাদের হাতেই ফুটে ওঠে
গ্রামের নতুন সকাল,
যেখানে সেবার আলো জ্বলে
সেখানে মানবতার জয়ধ্বনি কাল।
একটু দুঃখ, একটু আশা
এই নিয়েই জীবন গান,
স্পোর্টিং ক্লাব লিখছে আজ
সেবার সোনািল সন্ধান।
বন্যার জলে ডুবেছিলো গ্রাম
তবু ভাসেনি তাদের মন,
কারণ তারা জানে
মানুষ বাঁচানোই মানবতার প্রথম আইন।

১৬ই ডিসেম্বর
মহান
বিজয়দিবস
এর
শুভেচ্ছা
ও অভিনন্দন



মোঃ আল এমরান
সম্পাদক ও প্রকাশক
মাসিক নব জ্যোতি

চরপার্বতীর বিএনপির নেতা "রহমত উল্লাহ রাজু"

প্রবাসে থেকেও দলের প্রাণস্পন্দন

নব জ্যোতি রিপোর্ট ডেস্ক :
নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার চরপার্বতী গ্রামের এক শান্ত, সবুজে ঘেরা পল্লীভূমিতে জন্ম নিয়েছিলেন এক নিবেদিতপ্রাণ চরপার্বতীর জাতীয়তাবাদী দলের একজন নেতা রহমত উল্লাহ রাজু। পিতা মৃত হাজী আমিন উল্লাহর ঘরে বেড়ে ওঠা এই মানুষটি শৈশব থেকেই ছিলেন কর্মচঞ্চল, ন্যায়ের পক্ষে দৃঢ়, আর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের আদর্শ অনুপ্রাণিত এক তরুণ। গ্রামের মেঠোপথে বন্ধুদের সাথে খেলাধুলার মাঝেও তাঁর চোখে ছিল নেতৃত্বের দীপ্তি, সমাজের জন্য কিছু করার অদম্য ইচ্ছে। রাজনীতির প্রতি তাঁর আগ্রহের সূচনা ছাত্রজীবনেই। নব্বইয়ের দশকের শুরুতে চরপার্বতী এসসি উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াকালীন তিনি



ছাত্রদলের রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েন। খুব অল্প সময়েই নিজের মেধা, সাহস ও সংগঠনের প্রতি নিষ্ঠার কারণে হয়ে ওঠেন সহপাঠীদের আস্থার প্রতীক। পরবর্তীতে মৌলভীবাজার শহীদ জিয়া স্মৃতি সংসদ ছাত্রদলের সভাপতি হিসেবে নেতৃত্ব দেন তিনি। চরপার্বতী মৌলভীবাজার "শহীদ জিয়া স্মৃতি সংসদ" এর ১৯৯৫-১৯৯৬ সাল পর্যন্ত তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক পরবর্তী চরপার্বতী ইউনিয়নের কদমতলা বাজারে শহীদ জিয়া স্মৃতি সংসদেরও সাধারণ সম্পাদক পদে ১৯৯৭-১৯৯৮ ইং পর্যন্ত সুনামের সহিত অর্পিত দায়িত্ব পালন করছেন। শুধু পদবী নয়, তিনি ছিলেন এক কর্মপ্রাণ সংগঠক, যিনি মাঠে ময়দানে থেকেই নেতৃত্ব
মে পৃষ্ঠায়.....

১৬ই ডিসেম্বর
মহান
বিজয়দিবস
এর
শুভেচ্ছা
ও অভিনন্দন



শেখ সাদী ভূঁইয়া
সভাপতি, কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা শিক্ষক সমিতি
ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল, হাজারিহাট বিএম স্কুল অ্যান্ড কলেজ।

১৬ই ডিসেম্বর
মহান
বিজয়দিবস
এর
শুভেচ্ছা
ও অভিনন্দন



মোঃ বেলায়েত হোসেন
অধ্যক্ষ, জৈতুন নাহার কাদের মহিলা কলেজ
চরহাজারী কোম্পানীগঞ্জ নোয়াখালী।

১৬ই ডিসেম্বর
মহান
বিজয়দিবস
এর
শুভেচ্ছা
ও অভিনন্দন



মঞ্জুরুল ইসলাম মঞ্জু
সাংগঠনিক সম্পাদক, কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা শিক্ষক সমিতি।
সাবেক সভাপতি, বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক-কর্মচারি কল্যাণ সমিতি লিমিটেড।

১৬ ডিসেম্বর
মহান
বিজয়দিবস
আফতাব আহমেদ বাচ্চু



সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক, কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা বিএনপি।

উপলক্ষে অগ্রিম
বৃত্তিযুক্তের অকলস
প্রদান

আর নয় ঢাকা, চট্টগ্রাম, ফেনী, মাইজদী এখন কোম্পানীগঞ্জ বসুরহাট এই প্রথম এবং একমাত্র ডিজিটাল পদ্ধতিতে রোগ নির্ণয় ও অপারেশনের জন্য সর্ববৃহৎ মনোরম পরিবেশে পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল কমপ্লেক্স।

ন্যাশনাল হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার

আমাদের ডাক্তার প্যানেল সমূহ :

কনসাল্টেন্ট রিউম্যাটোলজিস্ট, মেডিসিন, বাত-ব্যাথ ও নিউরো রিউম্যাটোলজি বিশেষজ্ঞ ডাঃ আবদুল্লাহ আল মোর্শেদ এম.বি.বি.এস. বি.সি.এল (বাছা) এম.ডি (রিউম্যাটোলজি)। বি.এস.এম.এম.ইউ ওক সি.পি.এল (মেডিসিন-ইউ) ইউএস (ইউরোলজি)। সার্টিফাইড রিউম্যাটোলজিস্ট ইউএস প্রসিডেন্স (মেডিসিন ও নিউরোলজি) বি.এস.এম.এম.ইউ (পি.জি. হাসপাতাল) ঢাকা। সাক্ষাতঃ প্রতি শুক্রবার সকাল ৮টা - রাত ৮টা পর্যন্ত।	গাইনী, বন্ধ্যাত্ব, প্রসূতি বিন্যাস বিশেষজ্ঞ ও সার্জন ডাঃ খালেদা আক্তার খানম এম.বি.বি.এস. বি.সি.এল (বাছা) এফ.সি.পি.এল (গাইনী ও অকল) ট্রেন্ডিং ইন ইনফার্টিলিটি (বন্ধ্যাত্ব রোগ) সি.এম.ইউ, ডি.এম.ইউ, টিউউএস (আন্ড্রোলোজিস্ট) কনসাল্টেন্ট (গাইনী), নোয়াখালী মেডিকেল কলেজ। সাক্ষাতঃ রবি, সোম ও মঙ্গলবার দুপুর ১টা - রাত ৮টা পর্যন্ত।	গ্যাট্রো লিভার বিশেষজ্ঞ ও এন্ডোস্কপিক সার্জন অধ্যাপক ডাঃ আইয়ুব আল মামুন এম.বি.বি.এস. এফ.সি.পি.এল (মেডিসিন) অধ্যাপক, লিভার বিভাগ বি.এস.এম.এম.ইউ (পি.জি. হাসপাতাল) ঢাকা। সাক্ষাতঃ প্রতি মাসের ১ম বুধবার বিকাল ৪ টা - সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত।
মেডিসিন, হরমোন, থাইরয়েড ও ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞ ডাঃ মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান (রাজু) এমবিবিএস. বিসিএল (বাছা) এমসিপিএল (মেডিসিন) ডিইএম (এন্ডোক্রাইনোলজি) - বারডেম জুনিয়র কনসাল্টেন্ট (মেডিসিন) এমডি (এন্ডোক্রাইনোলজি-হরমোন-বি-রেসিডেন্ট) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় সাক্ষাতঃ প্রতি শুক্রবার বিকাল ৪টা - রাত ৮টা পর্যন্ত।	বয়ঃ স্ত্রী, বাত-ব্যাথ, স্কেন, অ্যান্ডারলি ও পুরুষ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন ডাঃ মোঃ হাবিবুর রহমান এমবিবিএস. বিসিএল (বাছা) এমএস (অর্থোপেডিক সার্জারী) স্কেনার, বাত-ব্যাথ, পুরুষ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন কনসাল্টেন্ট, জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পূর্ববঙ্গ হাসপাতাল (পদ্ম হাসপাতাল) পের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। সাক্ষাতঃ প্রতি শুক্রবার বিকাল ৩টা - রাত ৮টা পর্যন্ত।	চর্ম, যৌন, এলার্জি রোগ বিশেষজ্ঞ ও ডার্মাটোসার্জন ডাঃ এ.এফ.এম. মিজানুর রহমান এমবিবিএস. ডিডিডি (বি.এস.এম.এম.ইউ) সহকারী অধ্যাপক বিজিসি ট্রাস্ট মেডিকেল কলেজ, চট্টগ্রাম চর্ম, যৌন, এলার্জি রোগ বিশেষজ্ঞ ও ডার্মাটোসার্জন সাক্ষাতঃ প্রতি শুক্রবার সকাল ১০টা থেকে দুপুর ৩টা পর্যন্ত।
বাত-ব্যাথ, বয়ঃ স্ত্রী, ট্রাস, পুরুষ বিশেষজ্ঞ ও অর্থোপেডিক সার্জন ডাঃ জি. এম. রুহুল কুদ্দুস এম.বি.বি.এস. ডি.অর্থো (বি.এস.এম.এম.ইউ) অর্থোপেডিক ও ট্রাস সার্জন সহকারী অধ্যাপক সিটিওর (পদ্ম হাসপাতাল), ঢাকা। সাক্ষাতঃ শুক্রবার ১ম ও ৩য় সপ্তাহ বন্ধ। ২য় ও ৪র্থ সপ্তাহ বিকাল ৩টা - রাত ৮টা পর্যন্ত।	কনসাল্টেন্ট গাইনিকোলজিস্ট গাইনী, প্রসূতি ও বন্ধ্যাত্ব (ইনফার্টিলিটি) বিশেষজ্ঞ ডাঃ নুরুল নাহার রুমা এমবিবিএস. বিসিএস (বাছা), এম.এস (গাইনী এন্ড অবস্টেট্রিস) সিএমইউ (আন্ড্রোলোজিস্ট) চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সাক্ষাতঃ প্রতি শুক্রবার সকাল ৯টা - বিকাল ৪টা পর্যন্ত।	মেডিসিন, বাত-ব্যাথ, রোগ অজ্ঞে ও সনোলাজি ডাঃ সনিম উল্লাহ এমবিবিএস. বিসিএল (বাছা) সিএমইউ (আন্ড্রোলোজিস্ট) (মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স) বিএমডিসি রেজি নং- A-93635 সাক্ষাতঃ সার্বক্ষণিক। অফিস সময় ব্যতীত।
নবজাতক ও শিশু বিশেষজ্ঞ রোগে অভিজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ মোঃ জুবায়ের হোসেন এম.বি.বি.এস. সি.জি.টি. (শিশু স্বাস্থ্য) সি.জি.টি. (নিউরোলজি), পি.এস.এল.এস. বেসিউর (ইউএস) শিশু স্বাস্থ্য বিভাগ, আলোপাথ্য ইন্টারন্যাশনাল কলেজ। মেডিকেল অফিসার (শিশু) চট্টগ্রাম মাদিক ও সোলো হাসপাতাল আম্বাল, চট্টগ্রাম। সাক্ষাতঃ প্রতি শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত শনিবার সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত।	ইউ অল-রোগ, বয়ঃ স্ত্রী, মেডিসিন ও চর্ম-এলার্জি রোগে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক Sub Assistant Community Medical Officer ডাঃ এম. এ হাতেম খান Diploma Of Medical Faculty, Dhaka (The state Medical Faculty of Bangladesh) Upazila Health Center, Union Health & Family Planning Center, Comptagon, Noakhali. নারী ও স্বাস্থ্যবিধি, মেডিসিন ও চর্ম-এলার্জি রোগে বিশেষজ্ঞ এবং, সবর হাসপাতাল, হাইকলী, নোয়াখালী। IMCI ট্রেনিং, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। এক স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে কাজ করছেন। বিএমডিসি রেজি নং- ডি-৬৬৩৩, ডোমাইনঃ ০১১৩০-১৩৩৬৩৩ সাক্ষাতঃ (সার্বক্ষণিক) সরকারী অফিস সময় সূচী ব্যতীত।	ইউ অল-রোগ, বয়ঃ স্ত্রী, মেডিসিন ও চর্ম-এলার্জি রোগে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক Sub Assistant Community Medical Officer ডাঃ নাজিয়া আহমেদ শোণা Diploma Of Medical Faculty, Dhaka (The state Medical Faculty of Bangladesh) Upazila Health Center, Union Health & Family Planning Center, Comptagon, Noakhali. নারী ও স্বাস্থ্যবিধি ও গর্ভকালীন রোগে বিশেষজ্ঞ এবং গর্ভকালীন রোগে বিশেষজ্ঞ এবং সবর হাসপাতাল, হাইকলী, নোয়াখালী। IMCI ট্রেনিং, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। এক স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে কাজ করছেন। বিএমডিসি রেজি নং- ডি-৬৬৩৩, ডোমাইনঃ ০১১৩০-১৩৩৬৩৩ সাক্ষাতঃ (সার্বক্ষণিক) সরকারী অফিস সময় সূচী ব্যতীত।